# দুর্য্যোধনবধকাব্য।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ

প্রণীত।

---

কলিকাতা,—ভবানীপুর

ওরিএণ্ট্যাল প্রেসে মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

বঙ্গকবিকুলতিলক

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

মহোদযকে,

তাহাব সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে

এই গ্রন্থ

ভক্তিব উপহাব স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।

# দুর্য্যোধন বধ কাব্য।

## প্রথম সর্গ।

---

নমি আমি, শ্বেতভুজে, তব রাঙ্গা পায
তুমিই ভরসা মম। বাসনা করেছি
মনে, তোমার কৃপায়, কবিতা-কাননে
আজি পশিব যতনে ; যথা নানা জাতি
ফুল ফোটে দিবানিশি। সৌরভে তাহার
মরি আমোদিত সদা এ মহীমণ্ডল।
সেই সে কাননে পশি, মনের হরষে,
তুলিব বিবিধ ফুল, গাঁথিব সুন্দর
মালা ; পরিমল তার, ছুটিবে চৌদিকে:
হেন উচ্চ অভিলাষ জন্মিয়াছে মনে।
দাসের এ অভিলাষ পূরাবে কি দেবি,
দিয়া মোরে পদ ছায়া ? হায়, কোন্ গুণে
মাতঃ করিতেছি আমি এ হেন সাহস ?

কি পুণ্যে লভিবে দাস তোমার প্রসাদ ?
নির্গুণ বলিয়া যদি কর দেবি ! কৃপা
এ দাসের প্রতি, তবে, গাইব মা আজি
সে ঘোর সমর কথা,—বর্ণিব বিস্তারি,
সেই কুরুক্ষেত্র রণে কেমনে নাশিল
গদাযুদ্ধে, হায়, মহা বাহু ভীমসেন
রাজা দুর্য্যোধনে। সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণে
কুরুকুল রবি, চলি গেল অস্তাচলে
চিরদিন তরে, হায়, আর না উঠিতে।

মাতি সেই ঘোর রণে, বীর সহদেব,
কাটি মুণ্ড শকুনির ফেলি দিল দূরে
যেই ক্ষণে, ভঙ্গ দিলা রণে তদা কুরু-
সৈন্য যত। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মাঝে
স্বল্পই জীবিত তারা, না দেখি উপায়,
আকুলিত প্রাণভয়ে সবে পলাইল
রণভূমি ছাড়ি। সেই রণভূমি, কিবা
ভয়ঙ্কর ! অগণিত শবদেহ তথা
রয়েছে পড়িয়া ; কত শত রথ, হায়,
চূর্ণীকৃত এবে ! দ্রুতগামী অশ্ব যত,
নিষ্পন্দ নীরব ; মত্ত কুঞ্জরের দল

মত্ততা বিহীন ; রথী অশ্বারোহী যত,
আর পদাতিক, শূলী, সাদী,—হায়, সবে
মিলি একত্রে রয়েছে পড়ি। চর্ম্ম, বর্ম্ম,
তরবার, সায়ক, ও কার্ম্মুক, বিবিধ
প্রকার কত বিকীর্ণ রয়েছে ; কোথাবা
মুদ্গাব, লোহের দণ্ড ভীষণ কোথাও ;
যোদ্ধৃদল আভরণ বিবিধ প্রকার,
শীর্ষক কোথাও পড়ি, কিরীট কোথাও।
রাজদেহ কত পড়ি যায় গড়াগড়ি
কে করে গণনা তার। আহা ! তাহাদের
কেয়ূব, বলয় আদি মহামূল্য কত,
মণিময় আভরণ রয়েছে পড়িয়া।
হায়, শ্মশান সদৃশ এই রণভূমি,
এই সব বাজদেহ, ধূলায় লুণ্ঠিত !
কার না বিদরে হিয়া এ দৃশ্য দেখিযা।
অভিমান কত ছিল এক কালে, হায়,
এই সব দেহে ! এই সব রাজগণ
সেবায যাদের কত লোক ছিল ব্যস্ত
সদা ; দাস দাসী কত নিয়ত নিযুক্ত
পরিচর্য্যা তরে ; ব্যস্ত কিঙ্করীর দল

চামর ঢুলাতে ; কত চাটুকার, কহি
চাটু বাক্য নানাবিধ, তুষিত সতত
অন্তর তাদের ; করস্পর্শে হায়, কত
শত লোক ধন্য বলি ভাবিয়াছে মনে ,
রূপের লাবণ্যে যার বিমোহিত হয়ে,
কত শত নারী, মন প্রাণ সঁপেছিল
ইহাদের করে। হায, কি দশা ঘটেছে
তাদের এখন। ব্যথা নিদারুণ কত
অন্তরে তাদের আজি পশিয়াছে। আহা!
এঘোর বারতা বুঝি, আজ (ও) না পেয়েছে
কত অভাগিনী। হায, এখন (ও) তাহারা
ভাবিতেছে মনে. শীঘ্র ফিরিবেন পতি
রণ জয়ী হযে। কভু, স্বামীর উদ্দেশে
কহিতেছে মৃদুরবে ;—"কিহেতু বিলম্ব
তব, নাথ। এ বিরহ সহিতে না পারি ;
হায়, কত যে ভাবনা অতি ভয়ঙ্কর
উদয় হতেছে মনে, কব তা কেমনে ;
যবে নাথ, ফিরে আসি করিবে শীতল
অধিনীর এ হৃদয়, কহিব তখন
প্রাণ খুলে যত কথা ; যতেক যাতনা

নাথ, সহিতেছি আমি, নিবেদিব সব
তোমার চরণে।” আহা ! সেই প্রাণপতি,
যাহার উদ্দেশে সদা এতই ভাবনা
ভাবিতেছে বসি ওই যে সুন্দরী, কোথা
সেই প্রাণপতি তার ?—পড়িয়া রয়েছে,
দেখ ওই রণ স্থলে। ব্যথিত কাহার
বল না হয় হৃদয় ভাবিলে এসব
কথা, দেখিলে এ সব দৃশ্য ভয়ঙ্কর ?
ওই দেখ পুন চাহি, শৃগাল, কুকুর,
যত মাংস লোভী জীব, ফিরিতেছে পালে-
পাল, রণভূমি মাঝে। কি দেখি আবার ?
আহা ছিন্ন করিতেছে তারা শবদেহ
যত, না করি বিচার মনে, মিটাইছে
জঠরের জ্বালা আজি কাহার শোণিতে :
দেখিয়া রাজার দেহ নাহি করে ভয়।

করিলে দর্শন এই রণভূমি দশা,
হেন নরাধম বল আছে কোন জন,
বিরাগ যাহার মনে না হয় উদয়।
এ সংসারক্ষেত্রে, হায়, সকলি অলীক।
মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে লোক সদা ফেরে,

মায়াবশে করে কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি
গণি মনে ; পাপ পুণ্য না করি বিচার।
মায়ার এ সব কার্য্য। সেই ঘোর মায়া
যাহা সৃজিল বিশ্বের পতি সৃষ্টিরক্ষা
তরে। সেই ঘোর মায়া জ্ঞান-পথ করে
রোধ জীবের সতত। মায়াবশে বদ্ধ
লোক, রিপুকুল, ঘোর শত্রুকুল যাহা,
প্রশ্রয় তাদের দেয় ; সেই রিপুচয়
পেলে একবার স্থান মানব হৃদয়ে
দুর্দ্দম হইয়া উঠে, না মানে বারণ,
বিষম অনর্থ সদা ঘটায় তাহারা।
এই কুরুক্ষেত্র রণ, এই রণভূমি,
শ্মশান সদৃশ দশা দেখিছ যাহার,
সকলি তাদের কার্য্য। লোভে মত্ত হয়ে
সেই দুষ্ট দুর্য্যোধন, ঘটাইল এই
সব বিষম জঞ্জাল ; তেঁই সে কারণে
এই ঘোরতর রণ, জীবের বিনাশ।
কোথা সেই দুর্য্যোধন, এবে ? নাহি দেখি
তারে ; রাজা ধৃতরাষ্ট্র-শতপুত্র মাঝে
সেই মাত্র আছে হায় জীবিত এখন।

অস্তাচলে গেছে তদা, হায় দিনমণি ;
প্রখর কিরণ তাব না হয় বর্ষণ
সেই রণক্ষেত্র পবে ; কৌবব কলঙ্ক
হায়, সেই রণভূমি। ঢাকিবার তবে
যেন সে কলঙ্করাশি, বাত্রি ভয়ঙ্করী
আবরিযা দশদিক গাঢ অন্ধকারে
আসি উতরিলা তদা সে ভীষণ স্থলে।
কিবা দৃশ্য ভয়ঙ্কর রণভূমি সেই
ক্ষণে কবিল ধাবণ। অসীম সাহস
সদা ধবে যেই বক্ষে, এ হেন সাহসী
বীব কাঁপে থবথরি দেখিলে সে দৃশ্য।

হেন নিশাকালে বসি, আপন শিবিরে
রাজা দুর্য্যোধন ; আহা ! চারি পার্শ্বে যাব
শত শত পাত্র মিত্র, রহিত সতত,
সেই রাজা এবে, হায, বসিয়া একাকী,
বিমর্ষ বিমনা এবে, আন্দোলিছে মনে
পূর্ব্বাপর কথা যত, নিজ দোষ যত,
যাহাতে ঘটিল এই বিষম সমর ;
দারুণ অহিতকার্য্য করেছিলা যত,
পাণ্ডবের প্রতি, হায়, সকলি স্মরণ

পথে উদিতে লাগিল। সেই দ্যূত-ক্রীড়া-
কথা, রাজ্য লোভভরে; রাজ্য গৃহ হতে
নির্ব্বাসন পাণ্ডবের শঠতা করিয়া;
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ, একবস্ত্রা, হায়,
ঘোর অপমান তার সভার মাঝারে.
জতুগৃহ দাহ কথা; আর(ও) কত কথা,
বিকল হইল রাজা ভাবিয়া এ সব
কথা; অনুতাপ ঘোর হৃদয়কন্দরে
পশি, অধীর করিল তারে। হায়, বৃথা
অনুতাপ এবে। তাসনে ভাবিল রাজা
সভয় অন্তরে, হায়, এঘোর সমর
কথা,—ভীষ্ম, দ্রোণ আদি যত মহাবীর,
সকলে নিহত রণে; অগণিত সেনা-
গণ হতপ্রায় এবে: ভাবিতে ভাবিতে
বিহ্বলের প্রায় রাজা রহিল বসিয়া।

হেনকালে তথা আসি উতরিল দূত
লয়ে সংগ্রাম বারতা, নিবেদিল ধীরে
ধীরে; " হায়, মহারাজ! নিহত মাতুল
তব আজিকার রণে। যথাসাধ্য কৈল
রণ শকুনি মাতুল, কিন্তু, কার সাধ্য

রোধে সমরে দুর্ব্বার বীর সহদেবে।
দ্বিপ্রহর কাল ব্যাপি, করি ঘোর রণ,
নাশিল অসংখ্য সেনা কৌরবের পক্ষে:
পরিশেষে তীক্ষ্ণ শর হানি, চূর্ণ কৈল
শকুনির রথ, পুন দ্রুতবেগে আসি,
খণ্ড খণ্ড করি কাটি নাশিল তাহারে।"
নীরব হইল দূত এতেক কহিয়া
উত্তরিল দুর্য্যোধন অধীর হইয়া,
"কি ঘোর বারতা তুই, শুনাইলি দূত,
শেলসম, হায়, তাহা পশিল হৃদয়ে।
সেনাগণ নাশ, আর মাতুল বিনাশ,
উপস্থিত এককালে উভয় সংবাদ।
সর্ব্বনাশ উপস্থিত মম। নিরুপায়
এবে নিশ্চয় হইনু। এ বিপুল কুল মাঝে
না দেখি জীবিত আর এক প্রাণী
মাত্র, আত্মীয় অমাত্যবর্গ যেবা যত
ছিল, সকলে নিহত রণে। সেনাদল,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, তারাও নিহত।
শত ভ্রাতা মাঝে এবে একাই জীবিত
আমি, কি সাধ্য আমার। হস্তিনার রাজ্য

লোভ আর নাহি রাখি। একবার মাত্র,
দূত লয়ে চল মোরে, যথায় মাতুল
মম রয়েছে পড়িয়া। এ অনর্থ হেতু,
সেই ; তার কুমন্ত্রণে ঘটিল এ সব
জ্বালা ; এ বিপুল কুল ক্ষয়, সেই মূল
তার। মম বুদ্ধি দোষে শুনিনু তাহার
কথা, করিনু যতেক পাপ আচরণ,
বিষময় ফল তার ফলিছে এখন।”

এতেক কহিয়া রাজা অতি ব্যস্ত হয়ে
শিবির হইতে তদা বাহিরিল বেগে,
দূত সঙ্গে লয়ে ; সেই ঘোর অন্ধকার-
ভেদ করি উভে, রণক্ষেত্র দিয়া তবে
চলিল তখন। আঁধার আশ্রয়ে যথা
পিশাচের দল যত নাচে থরে থরে ;
হাহারবে অট্টহাসি কোথাবা হতেছে ;
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা বরিষে আলোক ,
মার্গ লক্ষ্য করি তাহে উভয়ে চলিছে।
অবশেষে উপনীত হইলা তথায়
যথায় পড়িয়া ছিল শকুনি দুর্ম্মতি।
ছিন্ন ভিন্ন দেহ তার, চেনা নাহি যায়।

বহুক্ষণ কবি লক্ষ্য ক্ষণপ্রভালোকে
চিনিল উভয়ে তবে দেহ শকুনির।
স্তব্ধ রহি কত ক্ষণ দেখি তার দশা,
কহিতে লাগিল তবে রাজা দুর্য্যোধন
অতি সুগম্ভীর স্বরে ; " তুমি হে মাতুল
তুমিও নিহত হলে ? হায়! ফলিল যে
বিষময় ফল, তব কুমন্ত্রণা বলে,
না দেখিলে চক্ষে তাহা ; ভুঞ্জিতে কখন
তাহা হল না তোমারে। যত দিন প্রাণ
রবে এ দেহ ভিতরে, সেই বিষময়
ফল ভুগিতে হইবে মোরে। আর রণে
হতপতি যত কুলবালা, আজীবন
ভোগ তারা করিবেক হায়! হতপুত্র
রণে, যত মাতৃদল, ফেলিবে নয়ন-
নীর আজীবন ভরি। আহা! বিনা দোষে,
মম পাপে, প্রায়শ্চিত্ত ঘটিবে তাদের।
চিরনিদ্রা লাভ তুমি, করিলে মাতুল,
জ্বালায়ে কেবল মোরে চিরকাল তরে।
যে ধরার গর্ভে তুমি রয়েছ পড়িয়া,
সে ধরার পতি আর আমি নহে এবে।

যুধিষ্ঠির পতি তার! এ দারুণ কথা
সহিতে কি কভু তুমি জীবিত থাকিলে?
শোক দুঃখ আর কিছু, না করে তোমায়
বিচলিত আজি; হেন শান্তভাব আর
কভু না দেখেছি, হায়, তোমার হৃদয়ে;—
যে হৃদয় তব, সদা ছিল ব্যস্ত আহা,
যত কুমন্ত্রণে, সেই সে হৃদয় তব
চেষ্টাহীন এবেঃ স্থির, যথা জলধির
জল, যবে প্রভঞ্জন দেব না বিবাদে
তার সনে। আর নাই রণ সাধ তব,
সে সাধ মিটেছে। হায় রে মাতুল, তব
কুমন্ত্রণালয়ে, আজি সবংশে মজিনু।
হায়, শত ধিক মোরে, ধিক এ জীবনে।
লোকালয়ে এই মুখ আর না দেখাব
নাশিব জীবনে কিম্বা পশিব কাননে।

———

# দ্বিতীয় সর্গ।

পুত্র শোকে শোকাকুল অন্ধ নরপতি,
বিহ্বলের প্রায় বসি আপন প্রাসাদে,
শুনিছে সঞ্জয় মুখে রণের বারতা।
অদূরে গান্ধারী সতী, ম্রিয়মাণ ভাবে,
ফেলিছে নয়ননীব এক পার্শ্বে বসি,
অবিরল অশ্রুজল গণ্ডস্থল বহি
ভাসাইছে বক্ষদেশ, তথা হতে পুন
পড়িছে ভুতলে, ধরাতল সিক্ত করি
আহা, অশ্রুনীরে। হায়! সেবদন হতে
নামুছায় অশ্রুজল দেখি কেহ এবে।
সঞ্জয়ের বাক্য যত বহুক্ষণ শুনি,
উত্তর কবিল তাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র,
আকুল হইয়া হায়, দারুণ শোকেতে;—
" বিধাতার লিপি যাহা কে পারে খণ্ডিতে।
সঞ্জয়, সুধীর তুমি বৃথা দোষ মোরে।
দুর্য্যোধন হতে বুঝি নির্ম্মূল হইল

কুরুকুল, বল মোরে, কেমনে সম্বরি
এদারুণ দুর্ভাবনা, আচ্ছন্ন করিছে
যাহা প্রতিক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য আমাব ;
হৃদয় আকাশ যেন গাঢ়তব তম
আবরিছে সদা। হায়! অন্ধকার চাবি
দিক, কি কবি উপায়। সর্ব্বথা আমিও
দোষী? দুর্য্যোধন কভু একা দোষী নহে।
তোমাব উচিত উক্তি এই কি সঞ্জয়?
বৃথা নিন্দ মোবে। অন্ধ আমি, আমার কি
সাধ্য বল? সাহায্য অন্যেব বিনা গতি
শক্তি হীন। পাণ্ডবের শক্র আমি, কভু
কি সম্ভবে? একি ভ্রম দেখি তব আজি!
জান না কি হে সঞ্জয, পাণ্ডব কৌবব,
তুল্য উভয়েই তাবা, মম চিরদিন।
কি বলিলে হে সঞ্জয় অন্যেবে কহিব
এ সকল কথা, কভু না কহিব ইহা
তোমার সকাসে। বল দেখি তবে, ভেদ
জ্ঞান মম কিসে দেখিয়াছ, কোন সূত্রে,
কৌরবে পাণ্ডবে? কেন বৃথা দোষ মোরে
অনুচিত হেন বাক্য সতত তোমার"

নিরবিল ধৃতরাষ্ট্র এতেক কহিয়া।
কহিল সঞ্জয় তবে সুগম্ভীর স্বরে,
হৃদয় আবেগ নাহি সম্বরিতে পারি ,—
" অপরাধ ক্ষমা কর, কুরুনাথ, কিন্তু
নাহি কিহে মনে পূর্ব্ব কথা কিছু ? নাহি
কিহে মনে যতুগৃহ দাহ কথা, যাহা
স্মরিলে বিদীর্ণ হয পাষাণ হৃদয়।
হায়, যবে সুখে উপবিষ্ট তব পুত্র
রাজসিংহাসনে, ব্যাপি চতুর্দ্দশ বর্ষ
কাল, ভিখারির বেশে ভ্রমি পাণ্ডু পুত্র-
গণ গভীর অবণ্যে, দুর্গম প্রান্তরে,
কাটাইল কাল অতি নিদারুণ ক্লেশে ;
প্রভেদ দুয়েব মধ্যে আপনি বুঝহ
কুরুনাথ, কি বলিব আমি।" দীর্ঘশ্বাস
ফেলি উত্তরিল বৃদ্ধ কুরুকুল পতি,
মুখশ্রী বিবর্ণ তাব গুরুতর ক্ষোভে ;—
"হাযবে সময় সবে তোমার কিঙ্কর।
তুমি যবে কারুপ্রতি হও হে সদয়,
অযশ নাহিক কভু তাহার সম্ভবে ;
তুমি নিরদয় যবে, অযশ অদৃষ্টে

তার ঘটেছে তখনি। অপবাদ অপ-
মান সকলি তোমার কার্য্য ; দিবানিশি
চক্রবৎ ঘুরি, কভু ঊর্দ্ধে তুলিতেছ
কারে ; যশের সৌরভ ছুটিছে তখনি
তার। ক্ষণ কাল পরে আবর্ত্তন বেগে
নামাইছ তারে। আহা ! আশ্চর্য্য তোমার
কার্য্য, বিরূপ সকলে তখনি তাহার
প্রতি ; দোষ প্রতি পদে, নিন্দা প্রতি কার্য্যে,
অযশ সতত তার ঘোষযে সকলে,
অপবাদ অপযশ সকল (ই) তাহার
ভাগ্যে ঘটিবে তখনি। জগতের এই
রূপ গতি, হে সঞ্জয়, সকল (ই) বিদিত
আছি। হে বিধাতঃ, কত নিদারুণ ক্লেশ
লিখিয়াছ মম ভাগ্যে, আর কত সব।"

এতেক শুনিয়া তবে শোক রুদ্ধ স্বরে
কহিলা গান্ধারি রাণী ব্যাকুলিতা হয়ে,—
"না নিন্দ ধাতায় কভু, মহারাজ ; বৃথা
নিন্দ তারে, আত্মকৃত অপরাধ হেতু।
ধরিয়া চরণে তব কত যে কেঁদেছি,
হায়, কত শত বার নিষেধ করেছি,

না করিতে যুধিষ্ঠিরে দ্যূত ক্রিয়া রত।
না রাখিলে, মহারাজ! কভু মম বাক্য,
বিফল হইল মম যত অনুনয়।
প্রলোভনাজাল যত বিস্তার করিয়া,
মজাইলে হায়, নাথ, সেই যুধিষ্ঠিরে।
ধার্ম্মিক ধর্ম্মেতে রত সুধীর সুজন
না বুঝিল মায়াময় চাতুরী তোমার,
প্রতাবণা পদে পদে, নানা ছল করি,
পুনঃ পুনঃ দ্যূত মদে মাতাইয়া তায়,
হরিলে সর্ব্বস্ব তাব, তাড়াইলে দূরে।
আহা! কি ধার্ম্মিকবব সেই যুধিষ্ঠির:—
ধর্ম্মের কারণে যেই, সত্যেব পালনে,
চলি গেল, হায, বৎস গভীর অরণ্যে
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে; রাজ্য, ধন, পরি-
জন, সব তেয়াগিয়ে,—সঙ্গে লয়ে ভ্রাতৃ-
গণ, লক্ষ্মণ সমান যারা আজ্ঞাধীন
সদা। আর লয়ে সঙ্গে সীতা সমা সতী,
পবিত্রা রমণি সেই দ্রৌপদী সুন্দরী।
আহা, যার অপমান স্মরিলে এখন (৩),
বিদীর্ণ হইয়া যায় এ মম হৃদয়।

মহারাজ! রোপিয়াছ মহাপাপ বৃক্ষ,
দিনে দিনে বাড়ায়েছ তাহা পাপরূপ
বারি দানে; ফলোন্মুখ এবে সেই বৃক্ষ:
মহারাজ, কে ভুঞ্জিবে বল, সেই সব
পাপ ফল, তুমি নহে যদি? হায়, নাথ!
বৃথা অনুতাপ তবে কি কারণে কর।"

নিরুত্তর কুরুপতি শুনিয়া গান্ধারী
কথা। বিবর্ণ বদন তাঁর, ম্লান মুখ-
কান্তি; নিদারুণ অনুতাপ, শোক, ক্ষোভ,
যুগপৎ আচ্ছাদিল হৃদয় তাঁহার,—
বিষম বেদনা যেন স্পর্শিল তখনি
হৃদয়ের অন্তস্তলে; ক্ষণেক নীরব
থাকি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কহিতে লাগিল;-
"যে অসহ্য পুত্রশোক গান্ধারি সুন্দরী,
পশিয়াছে হৃদয়ের মর্ম্মভেদ করি,
না পারি সহিতে আর যাতনা তাহার।"

নিরবিল কুরুপতি এতেক কহিয়া।
তিতিল নয়ননীর দ্বিগুণ প্রবাহে,
ভাসাইল বক্ষদেশ; কাঁদিয়া উঠিল
মুক্তস্বরে অভাগিনী মাতা, শোকবেগ

অধীর করিল তারে ; হায়, পুত্রশোক,
কত যে দারুণ জ্বালা হয় জননীর,
জানিবে কেমনে তাহা বল অন্য জনে ?
সেই মাত্র জানে, যেই জন ভুগিযাছে
বিধি বিড়ম্বনে, আব জানেন অন্তর-
যামি সেই জন যিনি। সকরুণ স্বরে-
কহিলা গান্ধাবী ;—“ হায় মহারাজ
নহেক অসহ্য তব তনযেব শোক।
জানিতে হে যদি তুমি, কভু, মহারাজ,
দশমাস দশদিন ধবিতে উদরে.
কত যে দারুণ ব্যথা হয় জননীব ;
পালিতে একটি সুতে, কত নিদারুণ
ক্লেশ পায অভাগিনী মাতা, কত দুঃখ
নিববধি সহে ; হায, ইহা যদি কিছু
মাত্র ভাবিতে হৃদযে, অনুভব শক্তি-
বলে তব, তাহলে কি কভু, নাথ, এই
ভীষণ সমর কার্য্যে পাঠাইতে নিজ
পুত্রগণে। ক্ষমা কব, নাথ, অপরাধ
এ দাসীর। কিন্তু, হায, কহিব কাহারে,
এই যে বিষম দুঃখ সদা হয় মনে,

তব পাপে হল হত যত পুত্র মম।
তাহাদের সবাকার বিনাশ-কারণ
তুমিই আপনি। তবে কেন নরনাথ,
বৃথা দোষ দাও অন্য জনে ?” নিরবিলা
বাণী এতেক কহিয়া, শোকের প্রবাহ
চাপিল তাহাব কণ্ঠ উছলিয়া উঠি।
উত্তরিল কুরুপতি পুনঃ শ্বাস ফেলি ;—
“বৃথা নিন্দ কেন মোরে বল না সুন্দরী।
অসম্ভব এযে কথা। নিধন হইল
পুত্রগণ মম আমা হতে ? শত ধিক
মোরে ; মরণ নাহিক মম, তেঁই সহি
এ দারুণ জ্বালা। হায়, কভু কি সম্ভবে
পিতায় কামনা করে পুত্রের নিধন।
নিতান্ত দুর্ভাগ্য মম, নহিলে কেনবা,
এ বৃদ্ধ বয়সে পেয়ে এ দারুণ শোক,
এখন (৬) জীবন মম বহিল এ দেহে।”
নিরবিল কুরুপতি এতেক কহিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুন কহিলা গান্ধারী ,—
“ আজ কেন, মহারাজ, বহু দিন আগে
কালের করাল মুখে পাঠাইলে তব

প্রিয় পুত্রগণে ; সেই ক্ষণে, হায়, যবে
প্রবৃত্তি অধর্ম্ম কার্য্যে দিয়া বিধিমতে,
পাপের পঙ্কিল পথে পাঠাইলা সবে।
পিতার উচিত কার্য্য কভু কিহে ইহা ?
কি বলিব নাথ, সকল (ই) অদৃষ্ট মম।"
নিরবিলা ক্ষোভে রাণী এতেক কহিয়া।
উত্তরিল তবে পুন বৃদ্ধ কুরুপতি ;—
"হায় মন্দ ভাগ্য আমি ! পুত্রগণ মম,
আপনি অধর্ম্মপথে চলিল তাহারা।
নিমিত্তের মাত্র আমি, বৃথা দোষ মোবে।
বিধাতার লিপি বল কে পাবে খণ্ডিতে।
সকলি অদৃষ্টাধীন জানিবে সংসারে।
নিয়তির খেলা সব : সংসাবে কেবল
নিযতিই মূলমন্ত্র, আর কিছু নাই.
সেই সে নিয়তি ফলে এ বিপুল বুল
লুপ্তপ্রায় আজি। নিয়তির কার্য্য, বল,
কার সাধ্য রোধে। আর(ও) বলি শুন, সেই
কুটিল কুচক্রী কৃষ্ণ সতত বিরূপ
মম পক্ষে ; নিরুপায় এ ঘোর সঙ্কটে।"
মৃদুস্বরে উত্তরিলা গান্ধারী সুন্দরী,

বৃথা নিন্দ নিয়তিরে, নাথ, বৃথা নিন্দ
কৃষ্ণে: কৃষ্ণনিন্দা কভু সহ্য নাহি হয়।
চরণে ধরিযা নাথ, এ মিনতি করি
কৃষ্ণনিন্দা কভু, নাথ, করোনা করোনা।
সংসারের মূল মন্ত্র, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ;
তাঁর নিন্দা কভু, নাথ, সাজে কি তোমারে?
স্বকর্ম্মজনিত ফলে লোক কষ্ট পায;
বৃথা নিন্দে কৃষ্ণে: ভ্রম নিতান্ত তাদের;
কর্ম্মক্ষেত্র এ সংসার: আপন আয়ত্তা-
ধীন কর্ম্ম মানবের। ইচ্ছামত কর্ম্ম
করি, সদা ক্লেশ পায়। ভুলিয়া তাহারা
ধর্ম্মের সতত জয়, ভাবেনা অন্তরে।
যেবা ধর্ম্ম সেই কৃষ্ণ; কৃষ্ণ ত্যজি লোক
ইচ্ছামত পথে চলি, আচরি অধর্ম্ম,
পরিশেষে ফলভোগ-কাল উপনীত
হলে, নিয়তির শিরে চাপায যতেক
দোষ, নিজদোষ যত লুকাবার তরে।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ; জেন নাথ, ধর্ম্ম
ছাড়া কৃষ্ণ কভু নহে। বাঁধিতে কৃষ্ণেরে,
ধর্ম্মই কেবল রজ্জু: সে রজ্জু ছাড়িলে,

বল; আর কিসে বাঁধা যায় তাঁরে? হায়,
নাথ, ধর্ম্মমতি হত, যদি পুত্রগণ
মম, তাহ'লে কি আজ এত ক্লেশ মোর
ভাগ্যে; তাহলে কি কভু সেই যাদবেন্দ্র
শ্রীমধুসূদন, ছাড়ি মোব পক্ষ, মোরে
অসহায় ফেলি, হায, ধরিত পাণ্ডব-
পক্ষে অশ্বের বলগা, রথ চালাইতে?
বল নাথ, কিসে বাধ্য পাণ্ডবের সেই
চক্রপাণি? জেন নাথ ধর্ম্মই কারণ
তার। আর(ও) বলি শুন, তব পদসেবে
দাসী, এই সে কাবণে, অলজ্ঘ্য দাসীর
বাক্য; ক্রোধ এ দাসীব, অন্যে কি কহিব,
ভয়প্রদ কৃতান্তের। সত্য বলি নাথ,
তব চরণ স্পর্শিযা, যদি না মজিত
এই কুরুকুল, অতি ঘোরতর পাপে,
যদি না ডুবিত তাবা ঘোর পাপ-পঙ্কে,
কার সাধ্য তা হইলে হায়, কাব সাধ্য
আজি স্পর্শযে কেশাগ্রে মম পুত্রগণে।"

এতেক কহিয়া তবে নিরবিলা ক্ষোভে
কুরুকুল রাণী। হায়! শোক বেগ তায়

অধীর করিল। পুন উত্তরিল বৃদ্ধ
কুরুকুলপতি, অতি সুদুঃখিত স্বরে;—
"ছাড়হ চরণ প্রিয়ে, ছাড়হ চরণ,
কুরুকুল লক্ষ্মী তুমি, কুল অলঙ্কার,
লোকাতীত গুণরাশি তব, সুপবিত্র,
কুরুকুল তোমা হতে, আমিও পবিত্র।
সকল(ই) প্রকৃত কথা যা তুমি কহিলে:
কিন্তু প্রিয়ে, সত্য যদি মম পুত্রগণ,
নিজ নিজ পাপে তারা, মরিল অকালে,
কোন পাপে বল তবে অকালে মরিল
সিন্ধুসুত জয়দ্রথ ? বল কার চক্রে
বিনাশ সাধন তার করিল পাণ্ডবে ?
নহে কি যাদবপতি তার বধে পাপী ?"
নিরবিল কুরুপতি: কহিলা গান্ধারী;—
"কি বলিলে মহারাজ, মরিল অকালে
কার দোষে জয়দ্রথ ? আপন কর্ম্মের
দোষে মরিল দুর্ম্মতি। যে দিন শুনিনু
নাথ, সেই জয়দ্রথ, শুনি দুর্য্যোধন-
উপদেশ, সাহসিল, হরিতে পবিত্রা
সেই পতিব্রতা সতী, দ্রৌপদী সুন্দরী,

তখনি জেনেছি নাথ, পুড়েছে দুঃশলা-
ভাগ্য, আহা, প্রাণাধিক নির্দ্দোষ বালিকা!
লিখেছে বৈধব্য দশা, তখনি জেনেছি,
বিধি তার ভালে। হায়, নাথ, প্রাণ হতে
প্রিয়তম সতীর যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম
নাশিবারে, যে দুর্ম্মতি করয়ে সাহস,
ভুঞ্জিতে না হয় তারে যদি প্রতিফল
তার, বৃথা তবে হায়, সতীর ধরমে,
বৃথা পাতিব্রত্যে, বৃথা চেষ্টা তার তরে।
হায়, নাথ, বৃথা দোষ দাও তুমি কৃষ্ণে,
কৃষ্ণ দোষী নহে; নিজ নিজ কর্ম্মফলে
নিজে নিজে দোষী। নহে কৃষ্ণ বাধ্য কার।
ধর্ম্মের সহায় তিনি, ধর্ম্মের আশ্রয়।
কি হেতু বিমুখ তিনি পুত্র দুর্য্যোধনে?
কেনবা এতই রত সেই যুধিষ্ঠিরে?
কেবল ইহার নাথ, ধর্ম্মই কারণ।
একমাত্র প্রশ্ন মোর আছে তাঁর কাছে,
কি প্রবোধ দেন মোরে দেখি যদুপতি;
বুঝাতে নারিলে কিন্তু, নিশ্চয় কহিনু,
সমুচিত অভিশাপ দিব আমি তাঁরে।

সতীর প্রধান ধর্ম্ম পতিপদসেবা ;
সেই ধর্ম্ম আচরণ আজীবন করি,
ইষ্টদেব স্বামীপদ ধ্যান করি সদা,
জাগ্রতে, ভ্রমণে, কিম্বা শয়নে, স্বপনে,
কেনবা সহিতে হয় মোরে অবশেষে
এত নিদারুণ ক্লেশ ? কোন পাপে মম,
এ ঘোর যাতনা তিনি দিলেন আমারে ?
সহিতে অবশ্য হবে পাপ জন্য যদি ;
কিন্তু, বিনা পাপে এ দাসীর বিড়ম্বনা
যদি, তাহলে নিশ্চয়, এ বিপুল কুল
মম লোপ পায় যথা, তেমতি সত্বর,
বিপুল যাদব-কুল হইবে বিনাশ।
রাজার বাঞ্ছিত এই হস্তিনার পুরী,
পরিণত হইযাছে শ্মশানে যেমতি,
তেমতি শ্মশান হবে দ্বারকার পুরী।”

# তৃতীয় সর্গ।

---

তোমার শরণ লয়ে, চলিনু এবার,
দেবি, যথা সেই হ্রদ দ্বৈপায়ন; অতি
প্রশান্ত সলিল তার, নিবীড়, নিলীম;
চারিধারে বনরাজি কিবা শোভা পায়;
শোভিত পল্লব ফুলে, মৃদু মন্দ বায়ু-
ভরে নাচয়ে, সতত, বিস্তারি চৌদিকে
অতিমধুর সৌরভ! পুলকিত হয়
তাহে সবার অন্তর। তাপিত হৃদয়
যদি আসে হেন স্থানে, তিরপিত হয়
তার চিত সেই ক্ষণে; জুড়ায তাপিত
প্রাণ; মনের যাতনা যত সব দূরে
যায়, যতেক ভাবনা যাহা কাল রিপু-
সম শোষয়ে হৃদয় মানবের, আর
হেথা স্থান নাহি পায়। বৈষয়িক আশা,–
যার মদে মত্ত হয়ে মানব মণ্ডলী
ধায় সদা অবিরাম অবিশ্রাম গতি;

যাহার ছলনে, হায়, ক্ষণ কাল তরে
না পায় সুস্থির হতে কখন মানব,—
সেই আশা পিশাচিনী বিদূরিত হয়:
আর না কুহুক তার ভুলায় মানবে।
ঋষিজনোচিত স্থান, শান্তি নিকেতন।
কোন তট প্রান্তে, আহা! নাতিশয দূরে,
নিবীড় তমাল রাজি কিবা শোভা ধরে।
তালবন অগণন, শোভা নিরুপম,
প্রীতিকর নয়নের, শান্তি হৃদয়ের।
সেই বনরাজি-ছায়া পড়িয়াছে জলে,
মুকুর হৃদয়ে যেন দৃশ্যমান হয়ে।
কূজিছে অশেষ জাতি বিহঙ্গম-কুল
বৃক্ষগণ শাখে বসি, কাবো বা চূড়ায;
সুমধুর রবে তারা আকুলিত করি,
উচ্চরবে কূজিতেছে মনের হরষে।
ভাসিছে হ্রদের বক্ষে হংস নানাজাতি,
কিবা দৃশ্য মনোহর! কভুবা নাচিছে,
পবন হিল্লোলে যদা নাচিছে সলিল।
হেন শান্তস্থানে একি, আসি উপনীত,
হীনবেশে মহারাজ দুর্য্যোধন! আহা,

এই কি সে হস্তিনার পতি? কার সাধ্য
চিনিতে ইহাঁবে। নাহি সে রূপের ছটা,
অতিম্লান মুখ-কান্তি; নয়নের প্রান্তে
আহা, কালিমা পড়েছে। নাহি সে উন্নত
গ্রীবা, নয়নের দীপ্তি; নাহি সে সতেজ
বক্ষ, নাহি তেজ দম্ভ; কি দশা ইহার
আজি! যাহার দাপটে কাঁপিত মেদিনী,
কিহেতু সেজন হেন হীন বেশে?
পাত্রমিত্র সভাসদ নাহি কেহ সঙ্গে!
কোথায় সকলে তারা? কিঙ্করের দল,
ঢুলাত চামর যারা ক্লান্তি নাশ তরে,
কোথায় তাহারা এবে? কেন বা না ধবে
ছত্র আজি ছত্রধর? রবির প্রখর
কর লাগিছে শ্রীমুখে, স্বেদ জলে সিক্ত
করি তাহা। কি ভাবনা নিদারুণ, হায়,
দহিছে অন্তর তার? কি জ্বালা জুড়াতে
উপনীত মহারাজ দ্বৈপায়ন কূলে!
নিঃশব্দে নীরবে রহি বহুক্ষণ ব্যাপি
এক দৃষ্টে চাহি সেই শান্ত জল পানে,
দীর্ঘ শ্বাস ফেলি রাজা কহিতে লাগিল।

"আর না উপায় দেখি জীবন রক্ষার্থ।
মনুষ্যের নিকেতনে কেমনে রহিব?
মানব,—চক্ষের শূল, না পারি দেখিতে
তারে। মনুষ্য আলয়,—বিষময় স্থান:
তথায় আমার বাস আর না সম্ভবে।
রাজরাজেশ্বর ভাবে, সদর্পে কেটেছে,
যথায় এতেক কাল, তথায় আবার,
চরণে দলিত হয়ে দীন হীন ভাবে,
পামর সেজন, হায়, বাস যেই করে;
বরঞ্চ অরণ্য ভাল, তথায় পশিব।
চিনিবেনা কেহ মোরে, পূর্ব্বস্মৃতি সব,
ডুবায়ে সাগর তলে তথায় রহিব।
নীচ দুরাশয় যত, চরণে দলিনু
যারে এযাবৎকাল, তাহারাই উচ্চ
এবে! দাসত্ব তাদের? ধিক্, তাহা, প্রাণে
না সহিবে। নতশির হয়ে যারা ছিল
অনুগত, হায়, আর না মানিবে তারা,
বিদ্রূপ করিবে। পুন কিহেতু ফিরিয়া
তবে যাব লোকালয়ে? বরঞ্চ অনলে
পশি, নাশিব জীবনে। কৌরব সৌভাগ্য

রবি হল অস্তমিত, চিরদিন তরে ;
আর না উদিবে তাহা, আর না হাসিবে
লোক, তাহার কিরণে। হায়! আমা হতে
অস্তমিত কুরুকুল রবি? শতধিক্
মোরে . এখনি পশিযা জ্বলন্ত অনলে
আজ্, করিব নির্ব্বাণ হৃদয়েব মম
এদারুণ জ্বালা। আব না পারি সহিতে।
“আর না বসিব আমি রাজ সিংহাসনে :—
সেই সিংহাসন, যাহা লভিবারে, হায়,
কত যে দারুণ পাপ করিছে সতত,
ভাবিলে সেসব কথা জ্ঞান লোপ হয় ;
শিহরিয়া উঠে, প্রতি অঙ্গ শরীরের
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, শ্বাস ঘন বহে।
ধিক মোরে, হায এবে কি করি উপায়।
এই যে সলিলরাশি, পশিব ইহাতে?
শীতগুণ সলিলের সর্ব্বত্র শুনেছি।
পারিবে কি তুমি দেব, ওহে দ্বৈপায়ন,
জুড়াইতে হৃদযের জ্বালা নিদারুণ :
তুমি না পারিলে বল, কে তবে পারিবে।
লইনু শরণ আজি তোমার চরণে,

জীবন রক্ষার তরে তুমিই উপায়।”

“এইত আমার দশা! হস্তিনার রাজ-
অন্তঃপুর,—কি সম্বাদ তথাকার? হায়,
বিদরে হৃদয় যেন সে কথা স্মরিলে।
কোথা মম অন্ধ পিতা, কোথায় গান্ধারী
মাতা, হায! নিরুপায় করিনু তাদেব।
স্নেহময়ী সে জননী, এ জনমে, হায়,
কভু না শুনিনু আমি তাঁব উপদেশ,
না হলে ঘটিবে কেন আজি এ জঞ্জাল।
আর সেই জন কোথা, ভাবিতে যাহাব
কথা, হৃদয় বিদীর্ণ বুঝি হয। কোথা
সেই প্রাণের প্রতিমা মম, সরলতা
নিরুপমা, কোথা সেই নয়নের তারা?
হৃদয়ের শান্তি মম, সতী ভানুমতী,—
কোথায় রয়েছ এবে? কি দশা লিখেছে
বিধি, হায়, তব ভালে: ভাবিলে সে কথা
জ্ঞান বুদ্ধি নাহি রয়, চৈতন্য বিলোপ
হয, না রহে পরাণ, এ দেহ ভিতরে।”

এতেক কহিয়া তবে হইয়া বিহ্বল,
আকুলিত কলেবর স্বেদাপ্লুত হয়ে,

থরথর ভাবে কাঁপি, এ কি অকস্মাৎ,
পড়িল ভূতলে রাজা। হায়রে, যেমতি
পড়ে, ঘোর মহাবনে, প্রবৃদ্ধ বিটপি
যবে কুঠার আঘাতে। নিস্পন্দ শরীর
তার রহিল পড়িয়া, কত ক্ষণ ধরা-
তলে, কেবা করে লক্ষ্য। বিধাতার খেলা
সব. এই রাজদেহ ভূতলে পড়িয়া
এবে, অলক্ষিত ভাবে ? এ বারতা হায়,
কহিব কাহারে। এই ভাবে কতক্ষণ
রহি, লভিল চেতন পুন দুর্য্যোধন
রাজা। উঠিয়া বসিল অতি ধীরে ধীরে।
শূন্য দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে, পাগলের প্রায়!
কোথায় বসিয়া আছে, কিবা হেতু তার,
কেমনে আইলা তথা, কিছুই স্মরণ
পথে না হয় উদয়। পুন অকস্মাৎ,
কি ভীষণ দৃশ্য ওই সম্মুখে দেখিয়া,
দাঁড়ায়ে উঠিল রাজা দন্ত কড়মড়ি,
রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয়, কহিতে লাগিল ;—

"কিরে পাপ ভীমসেন, এতই সাহস
তোর বাড়িয়াছে এবে ? এখন(ও) জানিস

আমি রয়েছি জীবিত ; এখন(ও) ধরিয়ে
গদা আমার হস্তেতে ; এখন(ও) সঞ্চরে
রক্ত এ দেহ ভিতরে : কিসে বল্ তবে
তোর বাড়িল সাহস ? কি সাহসে, ধিক,
থাক্, নরাধম, তুই, ধরিস কেশাগ্রে
আজি ভানুমতী সতী ? কি বলিলে প্রিয়ে,
প্রতিফল এই মম পূর্ব্ব দুষ্কৃতির ?
আমারি দুষ্কর্ম্ম তরে তব অপমান ?
ধিক্ মোরে, বৃথা আমি ধরি এ জীবন।
কি বলিলে প্রাণ-প্রিয়ে, এমনি দারুণ
ব্যথা দিয়েছিনু আমি, যবে ধরেছিনু
হায়, কুক্ষণে কেশাগ্রে, রাজসভা মাঝে
সেই পাঞ্চালী সুন্দরী। পঞ্চভ্রাতৃ-হৃদে
এমনি আঘাত, হায়, লেগেছিল তদা।
"দেখিতে দেখিতে একি, কোথা ভানুমতী,
কোথা সেই ভীমসেন, দেখিতে না পাই!
কোথা গেল তারা চলি ? অথবা পাগল
কি হইনু আমি, হায, অবশেষে ? এই
দশা ঘটিল কি মোর ভাগ্যে ? এ কি দেখি
পুন, কি ভীষণ দৃশ্য, এই না সে চির-

পরিচিত হস্তিনার রাজ সভাস্থল ?
আমি উপনীত হেথা আজি একি ভাবে ?
রাজসিংহাসন কই ?—অধিকার তাহা
করিয়াছে অন্যে ?—কেবা সেই অন্য জন,
দেখি নিরখিয়া : উঃ ! এই না সে চির-
শত্রু পাণ্ডুব তনয ? যুধিষ্ঠিব যারে
কহে। কেমনে আইলা হেথা, কিবা হেতু ?
রাজসিংহাসন, ইহা অধিকার মম ;
কি সাধ্য অন্যের তাহা কবযে স্পর্শন।
একি ? দুই পার্শ্বে মম নিকটে প্রহরী,
কেন দাঁড়াইয়া আছে এত সন্নিকটে ?
কি চাও তোমরা ? যথাবিধি, যাও গিযা
অন্তবে দাঁড়াও। তাহা নহে :—কি বলিলে ?
বন্দী আমি আজি হেথা, বক্ষার্থে তোমরা
দাঁড়াইয়া আছ তেঁই সন্নিকটে মম ?
যুধিষ্ঠির রাজা আজি, আমি বন্দী তার ?
ভযানক দৃশ্য, হায়, না পারি দেখিতে।
চিরপরিচিত মম, রাজসভা মাঝে,
পাত্র মিত্র সভাসদ্ যতেক বসিয়া,
সকলেই হৃষ্টচিত্ত দুঃখেতে আমার।

কেবল অদূরে দেখি, এ কি ভয়ানক,
অন্ধ পিতা বসি হেথা; গান্ধারী জননী,
অবিরল অশ্রুজল করেন বর্ষণ:
এই কি দেখাতে মোরে হেথায় আনিলে ?
নয়ন মুদিব আমি আর না দেখিব।
"এ কি দৃশ্য পুনরায়। রণে, হতপতি
কুরু-কুলবধূ যত, দল বদ্ধ হয়ে
আজি কোথায় ধাইছে ? বদন তাদের
মরি বিবর্ণ শ্রীহীন; যথা দিনকর-
করে ম্লান কুমুদিনী, নীরব সকলে।
ওই যে গর্জ্জিয়া তারা কি কহিছে শুন।"
'চল চল ত্বরা করি পশিব তথায়
যথা রাজা দুর্য্যোধন; জিজ্ঞাসিব তারে,
কি হেতু এ দশা আজি ঘটাইলে বল
তুমি, কুরুকুল পতি ? রাজার উচিত
কার্য্য এই কি করেছ ? নিজ পাপ ফলে
মজিলে আপনি, হায, সবারে মজালে ?'
"হে কর্ণ, বধির তুমি হও এইক্ষণে
শুনিতে নাহিক পারি আর যে লাঞ্ছনা।
"এ কি পুন দেখি ? ঐ যে দাঁড়ায়ে, অদূরে

মলিনবেশে বালিকা সুন্দরী ; নীরবে
নয়ন-জলে বসন ভিজিছে ; সীমন্তে
সিন্দুর নাই, বুঝিবা ইহার পুড়েছে
কপাল এই তরুণ বযসে। হায়রে,
চিনেছি, এই না আমার নবনীত সমা,
সেই প্রাণ প্রিয়তমা বালা পুত্রবধূ ?
হায়, কি বলে বুঝাব এখন ইহারে ?
প্রবোধ কি বলে দিব ?" কহিতে কহিতে
অচেতন হয়ে রাজা পড়িল ভূতলে,
ভূধর শিখর যথা পড়ে আচম্বিতে।

নির্বন্ধ বিধির। অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে
মত্ত ছিল যেই জন সদা দিবানিশি ;
অগণিত সেনা দল আজ্ঞাকারী যার ;
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যার সনে সদা ;
হায় ! সেই জন আজি, দীন হীন ভাবে
পড়ি, লুটায ভূতলে। কার না হযবে
দুঃখ এ দৃশ্য দেখিয়া। পূজিত সকলে
যারে পৃথ্বীনাথ বলি, অনাথ সে জন
আজি। প্রখর সূর্য্যের কর লাগিতেছে
মুখে ; কেবা হায়, ধরে ছত্র, স্বেদজলে

আপ্লুত শবীর, কেবা করয়ে ব্যজন।
কতক্ষণ, এই ভাবে, রহিল পড়িয়া
রাজা হয়ে অচেতন: সংজ্ঞা লাভ কবি
পুন বসিল উঠিয়া। হেনকালে তথা
উপনীত হইলেন আসিযা সঞ্জয।
জিজ্ঞাসিল মহারাজ দেখিয়া তাহারে;—
"কি হেতু সঞ্জয় তুমি আইলে এখানে?
কহ মোরে শীঘ্র করি রণের বারতা;
কে আছে জীবিত আব এ কাল সমরে?
কি বলিলে হে সঞ্জয, নিদারুণ কথা;
কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, দ্রোণের তনয়.
এই তিন জন মাত্র জীবিত কেবল,
নিহত সকলে আব। বে দারুণ বিধি,
এই ছিল তব মনে? এ বিশাল কুরু-
কুল নির্ম্মূল করিতে সমূলে? কি কব
তোমায় বল, দোষিব কেমনে। হায়রে
মজিনু আপন পাপে, মজানু সকলে।
কি কাজ সংসারে আর, কি কাজ জীবনে,
পশিয়া হ্রদের জলে নাশিব জীবনে।
"ত্বরিত গমনে তুমি, যাওহে সঞ্জয,

"যথা অন্ধ পিতা মম, কহিও তাঁহারে,
এ সংসারক্ষেত্র হতে, বিলোপ হইল
এবে দুর্য্যোধন নাম; আর না করিবে
কেহ সে নাম স্মরণ; পুত্রের কামনা
করে যে আশায় পিতা, সকলি বিফল
তাহা হ'ল আমা হ'তে। কোথায় জননী,
জীবন্তে যাতনা কত দিলাম তোমায়,
সমধিক জ্বালাতন হইবে মৃত্যুতে।"
বিদায় সঞ্জয়ে করি, এতেক কহিয়া
পশিতে উদ্যত রাজা হ্রদজল মাঝে:
ভাবিল আবার মনে ব্যাকুলিত চিত্তে,
কহিতে লাগিল পুন অতি মৃদু স্বরে;—
"নাশিলে জীবন, হায়, কিবা ফল তাহে।
হাসিবে শত্রুর দল, চিরদিন তরে।
মনের আনন্দে তারা, হাসিবে সকলে।
বৃদ্ধ পিতা, মাতা, আর প্রিয়া ভানুমতী,
কে রক্ষিবে তাহাদের অপমান হতে?
হৃদয়-আকাশ, বটে, গাঢ় ঘনাবৃত,
তবু যেন মাঝে মাঝে আশার বিজলী,
খেলিছে তাহার পরে; নৈরাশ্য হইতে

পুন আশা সঞ্চারিছে ; রাখিতে জীবন
মোরে কে যেন কহিছে। কে যেন কহিছে,
'কি ভাবনা তব, ওহে, রাজা দুর্য্যোধন,
কিছুকাল তরে তুমি রহ লুক্কায়িত।
পাইবে সময় পুন অবিলম্বে অতি,
হৃত মান, হৃত রাজ্য, উদ্ধারিতে রণে।'
সমুচিত কোন কার্য্য, ভাবিয়া না পাই:
রাখিব জীবন ? কিবা নাশিব জীবন ?
কর্ত্তব্য সতত বটে জীবন রক্ষণ ;
ফুরাবে সকল আশা জীবন নাশিলে।
রাখিলে জীবন পুন, সময় পাইব।
বরঞ্চ ইহাই শ্রেয়ঃ এই জল মাঝে,
মায়ার প্রভাবে রহি জলস্তম্ভ করি।
সুযোগ পাইলে পুন সংগ্রাম করিব।
সুযোগ সন্ধান লব। এই যে সাহস,
দমিত কভু না হবে বিপদে সম্পদে।"
এতেক কহিযা তবে, অতি দ্রুত পদে
পশিল তখনি রাজা হ্রদজল মাঝে।

---

# চতুর্থ সর্গ।

"ব্যাধ মুখে যা শুনিনু সত্য সেই কথা ;
রণভূমি চারিদিক সর্ব্বত্র খুঁজিনু,
না দেখিনু কোন স্থানে দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
এত যে গভীর রণ, সকলি বিফল,
যদি না মরিল সেই দুর্ম্মতি পামর।
আবাব কি ছলে আসি, কোন ক্ষণে পুন
জ্বালিবে সমরানল, ঘটাবে জঞ্জাল।
জ্বালা নিদারুণ, হায়, এই হৃদয়ের,
কভু কি জুড়াবে তাহা, না বধিলে নিজ-
হস্তে দুষ্ট নরাধমে। সত্যই দুর্ম্মতি
পশিয়াছে হ্রদজলে কোন ছল কবি।
নিবেদিব মহারাজে এ সকল কথা
তাঁহার আদেশ বিনা নাহি সাধ্য কিছু।"
এতেক কহিয়া, তবে বীর ভীমসেন
চলিল শিবিরদেশে অতি দ্রুতপদে,
পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যথা সমাসীন।

পার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁর সেই যাদবেন্দ্র,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পতি;
এই চরাচর বিশ্ব যাঁর লীলাভূমি;
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড সদা যাঁহার মায়ায়।
এই ঘোরতর রণ, ইহাও তাঁহার
লীলা; পৃথিবীর ভার হরিবার তরে
এ সকল তাঁহারই কৌশল। কতই
কৌশল তাঁর, কভু কি মানব বর্ণন
তাহা পাবে করিবারে? দাঁড়ায়ে সম্মুখে
করযোড়ে ধনঞ্জয়, বীর সহদেব,
শুনিছে সকলে, ধীর কৃষ্ণের বচন।
হেনকালে উপনীত তথা ভীমসেন।
নমিয়া কৃষ্ণের পদে, নমিয়া ভ্রাতায়,
বীর কহিতে লাগিল;—"বহু অন্বেষণ
করি পেয়েছি সন্ধান, যথায় লুকায়ে
আছে দুর্ম্মতি পামর। প্রাণভয়ে এবে
পশিয়াছে, ধিক্ তারে, সেই কুলাঙ্গার,
দ্বৈপায়ন হ্রদজলে। উঠ, চল ত্বরা
করি, উঠহ রাজন, যাই মোরা সেই
স্থানে, চল সবে মিলি; নিশ্চয় কহিনু,

দেব, তব আজ্ঞা পেলে, এই গদাঘাতে,
বিনাশ-সাধন তার করিব এখনি।
বিলম্ব উচিত নহে হেন শুভ-কার্য্যে।”
নিরবিল ভীমসেন এতেক কহিয়া।
সসব্যস্তে ধর্ম্মরাজ উঠিয়া তখনি,
ধরিয়া ভীমের হস্ত, বসাযে তাহারে,
কহিতে লাগিল তবে সুগম্ভীর স্বরে ;—
“যা কহিলে ওহে ভ্রাতঃ, সকলি সম্ভব ;
কিবা কার্য্য আছে বল, অসাধ্য তোমার।
কাল প্রাপ্ত এবে, হায়, সেই দুরাচার,
বিনাশ নিকট তার, নিকট মরণ।
সেজন্য ব্যগ্রতা বল কি হেতু এতেক ?
স্থির হও, ব’স ভ্রাতা মোর সন্নিকটে,
ব্যস্ত হযে কার্য্য করা সদা অনুচিত।
ব্যগ্রতায় কার্য্য করি, লোক অনুতাপ
করয়ে পশ্চাৎ, হায়, আজীবন কত
লোক অনুতাপ করে। বিশেষত ভ্রাতা,
কহি, শুন মন দিয়া, সত্যই যদ্যপি
সেই দুর্য্যোধন এবে লুকায়িত হ্রদ-
জলে, সত্যই যদ্যপি ভীরু সে দুর্ম্মতি

পলায়িত প্রাণভয়ে, কি ফল বল হে
তবে, তার অন্বেষণে ? আক্রমণ তারে
করা কভু কি উচিত ? রণক্ষেত্র ত্যজি,
না করি মানের ভয়, প্রাণ লয়ে ব্যগ্র
হয়ে ছুটিয়া পালায়, যেই নরাধম,
তাহারে কবিলে বধ, মান বৃদ্ধি কভু
নাহি হয়। হেন কর্ম্ম করে যেই জন,
অপযশ ঘটে তাব। আব(ও) বলি শুন,
অস্ত্র শস্ত্র হীন এবে, সেই দুর্য্যোধন,
অধর্ম্ম সতত ঘটে আক্রমিলে কভু
অস্ত্র হীন জনে। ইহা শাস্ত্রেব বচন,
সতত মানিও ভ্রাতা, না করো অন্যথা।"
উত্তরিল ভীমসেন মহাক্রোধ ভবে,—
"সকলি বিস্মৃত দেব, হয়েছ এখন ?
সেই সব পূর্ব্বকথা, যাহার স্মরণে
বিদীর্ণ হইয়া যায় পাষাণ হৃদয়।
অধর্ম্ম করিলে বধ সেই নরাধমে ?
কভু কি সম্ভব তাহা হয় মহারাজ।
কপট ক্রীড়ারছলে যেই নরাধম
হরিয়া সর্ব্বস্ব, হায়, পাঠাইল ঘোর

বনে আমাদের সবে। নির্ম্মিল জতুর-
গৃহ· নাশিতে সবারে, গভীর নিশীথে।
আকর্শিল কেশ ধবি সভার মাঝেতে,
একবস্ত্রা রজস্বলা ভ্রাতাব জায়াকে।
হেন ঘোর নরাধমে কব্লিলে বিনাশ,
অধর্ম্ম কদাপি নাহি ঘটে মহারাজ।
নিতান্ত যদ্যপি ঘটে, ঘটুক আমার,
নাহি ধর্ম্মে প্রয়োজন, না কবিব দযা,
বিনাশ সাধন তাব করিব এখনি।
উঠ ভ্রাতা ধনঞ্জয, উঠ ত্বরা করি,
এখনি চলহ গিযা বিনাশি দুষ্টেবে।”
নিরবিল ভীমসেন এতেক কহিয়া।
অতি ক্রোধভরে তবে বীর ধনঞ্জয,
কহিতে লাগিল চাহি যুধিষ্ঠির প্রতি :—
“সঙ্কোচ করিছ দেব, নাশিতে এখন
অস্ত্রহীন সেই জনে ? অধর্ম্ম ঘটিবে
দেব, অন্যায সমরে ? অপযশ তাহে
ঘোর রটিবে· সর্ব্বত্র ? নাহি কি এখন
তব সে দারুণ কথা মনে ? হায়, যবে,
সপ্তরথীবৃন্দ মিলি অন্যায় সমরে,—

নাশিল সংগ্রামে তারা অভিমন্যু বীরে:
আহা! ষোড়শ-বর্ষীয় শিশু করি ঘোর
রণ তা'সবার সনে, জর্জ্জরিত হয়ে,
শেষে পড়িল ভূতলে। রহিবে যতেক
দিন এদেহে জীবন, কভু কি ভুলিব
সে দারুণ কথা? হায়, কেমনে ভুলিব?
যে অস্ত্র আঘাতে পুত্র, পড়িয়াছ তুমি,
সেই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র সদা বিঁধিতেছে
এ হৃদয় মম, জ্বালা কভু না জুড়াবে।
অধর্ম্ম নাশিলে সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে?
যা ঘটে ঘটুক তাহে নাহি করি ভয়,
এখনি কাটিব মুণ্ড সেই দুরাত্মার।
পুত্রহন্তা যেই জন, পাপ নাহি হয়
কভু বধিলে তাহাবে।" এতেক কহিয়া
ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি, উঠিয়া দাড়ায
তবে বীব ধনঞ্জয়। দুই হস্ত ধরি
তার বসাইল তারে ধীর যদুপতি,
কহিতে লাগিল অতি সুমধুব স্বরে;—
"ত্যজ ক্রোধ, ধনঞ্জয়, কভু না উচিত
ইহা তোমা হেন জনে। ক্রোধ, ভয়ানক

রিপু মানবের। হইলে তাহার বশ
অনর্থ সতত ঘটে। অপমান অপ-
যশ ঘটে পদে পদে। ক্রোধবশে লোক
দুষ্কর্ম্ম কতই করে সদা দিবা নিশি,
নাহি ভাবি মনে, পরিণাম ফল তার
কিবা বিষময়। কত শত লোক, হায়,
দুষ্কর্ম্ম করিয়া ঘোর, ক্রোধবশ হয়ে,
আজীবন অনুতাপ করয়ে পশ্চাৎ।
কভু না করিবে ক্রোধ জ্ঞানবান হয়ে।”
নিরবিল যদুপতি এতেক কহিয়া।

উত্তর করিল তারে বীর ধনঞ্জয়:
“সকল(ই) প্রকৃত কথা যা তুমি কহিলে।
কিন্তু, দেব, কহ মোরে, কার সাধ্য রোধে
এ মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি?
হায়, শুন যদুপতি, পুত্রহন্তা যেই
জন, হিংসা তার প্রতি মানব স্বভাব।
সে স্বভাব জয় বল, কেমনে করিব
আমি মানব হইয়া? কি কথা মানবে
দেব? ক্ষুদ্রপ্রাণী জীব পশুপক্ষি আদি,
পালায় সতত যারা মানবের ভয়ে,

মানবের পদ শব্দ পেলে বৃক্ষ তলে;
কভু বা পালায় যারা, সেই বৃক্ষ ছাড়ি,
পত্ররাশি মাঝে কভু লুকায় যাহারা:
কিন্তু, যদি কেহ তার, আক্রমে শাবকে,
আর নাহি রহে তদা ভীত-চিত্ত হয়ে;
আর না পালায় দূরে, না লুকায় আর
পত্রের মাঝারে। সাহসে করিয়া ভর,
ঈশ্বরের দত্ত অস্ত্র চঞ্চুমাত্র লয়ে,
অগ্রসর হয় তারা খেদাইতে দূরে
সেই আততায়ী জনে! বল তবে দেব,
মানব হইয়া আমি কেমনে সম্বরি
ক্রোধ পুত্রহন্তা প্রতি? নিদারুণ ব্যথা
দিয়াছে অন্তরে সেই নীচ দুর্য্যোধন।"
এতেক কহিয়া তবে নিরবিলা ক্ষোভে
বীর ধনঞ্জয়, শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে,
স্মরিয়া অন্তরে সেই বীর চূড়ামণি
অভিমন্যু পুত্র কথা। উত্তরিল তবে
দেব যদুপতি। আহা! অধীর তিনিও
স্মরি সে দারুণ ক্ষণ, যেই ক্ষণে, হায়,
সপ্তরথীবৃন্দ মিলি, নাশিল বালকে।

"অভিমন্যু পুত্র কথা স্মরিলে কাহার
মনে ক্রোধ নাহি হয় ? সকলি সঙ্গত
কথা তব ধনঞ্জয়। কিন্তু ইহা জেন,
পালন সতত্ত করা জ্যেষ্ঠের বচন,
সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কার্য্য কনিষ্ঠের পক্ষে।
ভাবি ইহা মনে, ক্ষান্ত হও, ত্যজ ক্রোধ।
হত রণে যেই তব পুত্র মহাবীর,
তার তরে শোক আর না করিহ কভু।
সদা শান্তি নিকেতন যে বৈকুণ্ঠধাম,
সেই ধামে তব পুত্র লভিয়াছে স্থান।"

উত্তরিল মৃদুস্বরে বীর ধনঞ্জয় ;—
"লঙ্ঘিতে জ্যেষ্ঠের বাক্য নাহি সাধ্য মম।
তাহা সাধ্য হলে কিহেতু বলনা আজি
এই ঘোর রণ ? বহুদিন আগে, যবে,
সেই দুষ্ট দুর্য্যোধন, পামর দুর্ম্মতি,
অপমান কৈল, হায়, সাধ্বী দ্রৌপদীর,
লয়ে তারে রাজসভা মাঝে, সেই দিন
সেই ক্ষণে, নাশিতাম সেই নরাধমে।
করিতাম কুরুকুল নির্ম্মূল সমূলে।
তাহলে কি কভু মোরা ত্যজি রাজ্যপদ

ফিরিতাম বনে বনে দ্বাদশ বৎসর-
কাল ব্যাপি ? শুন দেব, ওহে যদুপতি,
আপন আয়ত্ত কিছু নাহি আমাদের।
সেই সে কর্ত্তব্য জানি, জ্যেষ্ঠের আদেশ
পালন সতত করা কায়মন চিত্তে।
অন্য ধর্ম্ম নাহি জানি, নাহি অন্য কর্ম্ম।
ক্রোধ ভয়ানক, কত শত বার, হায়,
বিচলিত করিয়াছে আমাদের চিত,
কিন্তু কার্য্যে অবহেলা তাঁহার আদেশ,
কভু না ঘটেছে তাহা, কভু না ঘটিবে।”
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হৈল ধনঞ্জয়।
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্মপুত্র ধীর;—
“সত্য ওহে ভ্রাতৃগণ নানাবিধ ক্লেশ
সহেছ তোমরা সবে আমারই তরে।
ত্যজি রাজ্য, ধন, জন, আমার আজ্ঞায়,
পশেছ গভীর বনে; বহুকাল ব্যাপি
ফিরেছ তথায়, হায়, সহি কত ক্লেশ
ভয়ানক। স্মরিলে সে সব কথা কত
যে ব্যথিত হয়, মম এ হৃদয়, তাহা
কেমনে বর্ণিব। আহা! বর্ষকাল ব্যাপি

কি কষ্টে অজ্ঞাতবাস করিয়াছ সবে
বিরাট ভবনে। হায়, উপজিলে ক্রোধ
অতি ভয়ানক, ত্যজি তাহা কতবার
ধৈর্য্য ধরিয়াছ পুন আমার আদেশে।
ধন্য ওহে, ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সকলে ;
জ্যেষ্ঠঅনুরাগ তব ধন্য বলে মানি।
যত দিন রবে লোক এ মহীমণ্ডলে,
ঘুষিবে সতত তারা তোমাদের যশ ;
কহিবে তাহারা, ধন্য ভ্রাতা ভীমসেন,
ধন্য ধনঞ্জয়, ধন্য সে নকুল, আর
ধন্য সহদেব। কিন্তু এই দুঃখ মম,
হেন ভ্রাতৃবৃন্দে, হায়, আজীবন দুঃখ
ভোগ করালাম আমি। আমারই তরে
না পেলে ভুঞ্জিতে সুখ কখন তোমরা।
হায়, ধিক মোরে, ধিক্ এ জনমে ; ধিক
এ জ্যেষ্ঠত্বে মম। শুন ভ্রাতৃগণ, নাশ
দুর্য্যোধনে আজি, কর রাজ্য লাভ ; সুখী
হও এবে চিরদিন তবে ; অন্তরের
সহ এ আশিস্ করি। আর না বাসনা
মম ক্লেশ দিতে পুন, তোমাদের সবে।

অবসর দাও মোরে। নিশ্চয় জানিও
ভ্রাতা, রাজ্যাকাঙ্ক্ষা মম তোমাদের তরে।
রাজ্য ভোগ কভু আমি না চাহি করিতে।”
নিরবিলা ধর্ম্মরাজ এতেক কহিয়া।
প্রাবৃষে যেমতি সদা জলদ নিনাদ
অতি সুগম্ভীর, হেন সুগম্ভীর স্বরে,
উত্তরিল তবে বীর ভীমসেন। “দেব,
কিবা কার্য্য রাজ্যলাভে, বল আমাদের ?
নাহি চাহি কভু মোরা অন্য রাজ্যদেশ :
তোমার আশ্রয় রাজ্যে করিতে বসতি,
এইত বাসনা সদা মম ভ্রাতৃগণে।
পশেছি গভীর বনে তোমার আশ্রয়ে,
ক্লেশ অনুভব তাহে কভু না করেছি ;
ছায়া মত ফিরিয়াছি সদা তোমা সনে।
যে ক্লেশ যখন দেব ঘটেছে তোমার,
সেইত অন্তরে ধ্যান সদাই করেছি :
কর্ত্তব্য মোদের যাহা তাহাই করেছি।
আদেশ পালন বিনা, হে দেব, তোমার,
হৃদয়ের শান্তি কভু না পাই আমরা।
‘রাজ্য লয়ে সুখী রব আমরা সকলে,

ছাড়িয়া তোমার সঙ্গ,' এ আদেশ কিন্তু
না পারিব কভু মোরা করিতে পালন।
অরণ্যে ফেরাই যদি অভিলাষ তব,
রাজ্যে কিবা প্রয়োজন, হায়, আমাদেব ?
আমাদের রাজ্যেশ্বর রহিবে যেথানে
সেইত সুখের রাজ্য পশিব তথায়।"

নিরখিল ভীমসেন এতেক কহিয়া।
তার বাক্য শুনি, পুন উত্তরিল তবে
ধীর ধর্ম্মরাজ ;—"সাধু ভ্রাতা ভীমসেন,
সাধু বাক্য তব ; সাধু ওহে ভ্রাতৃবৃন্দ
তোমরা সকলে। বীর তোমাদের সম
কে আছে ভুবনে ? এত অনুগত সদা
তোমরা আমার। জানি আমি চিরদিন,
আজ্ঞামাত্র পেলে মম, পারিতে তোমরা
সমূলে নির্ম্মূল হায়, তখনি করিতে
এই কুরুকুল, আর কুরুসৈন্য যত।
তবে কি কারণে, হায়, ছাড়ি রাজ্যপদ,
সঙ্গে তোমাদের লয়ে পশিনু কাননে ?
কিম্বা কিবা হেতু বল, সহিনু এতেক
ক্লেশ ব্যাপি দীর্ঘকাল ? হায়, অপমান

কতই সহিনু। শুন ওহে ভ্রাতৃগণ,
ধর্ম্মের কারণে মাত্র সহি দুঃখ এত,
ধর্ম্ম হেতু বনবাসে করিনু গমন।
প্রাণ হতে প্রিয় সদা তোমরা আমার,
তথাপি এতেক ক্লেশ তোমাদের সবে,
ধর্ম্মের কারণে মাত্র দিয়াছি জানিবে।
কষ্ট ভয়ানক, সকলি সহিতে পারি ;
আত্মীয় স্বজন, নাহি ভাবি কার তরে ,
মরমে আঘাৎ করে হেন যেই কর্ম্ম,
তাহাও করিতে পারি ধর্ম্মের কারণে।
"প্রাণ হতে প্রিয়তম তোমরা সকলে,
প্রিয়তম পুত্র আদি যেবা যথা আছে,
বরঞ্চ সহিতে পারি বিনাশ তাদের,
না পারি সহিতে কিন্তু অধর্ম্ম কখন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে হেন যেই কার্য্য
কেমনে সাধিতে তাহা প্রেরিব তোমারে ?
অস্ত্র শস্ত্র হীন এবে, সেই দুর্য্যোধন,
প্রাণ ভয়ে পলায়িত রণভূমি ছাড়ি,-
লুকায়িত হ্রদজলে : অস্ত্রাঘাৎ হেন
জনে ? কেমনে সম্মত আমি হব হেন

কার্য্যে ? অধর্ম্ম যে কার্য্যে, কেমনে বা তাহে
প্রেরণ করিব আমি তোমাদের সবে ?
ঘটিবে অধর্ম্ম ঘোর, অযশ রটিবে
তাহে চিরকাল তরে। ছাড় ভ্রাতৃবৃন্দ
আর হেন অভিলাষ, শুন মম কথা,
কি ফল নাশিয়া এবে সেই দুর্য্যোধনে ?
কি সাধ্য তাহার আর ? পাপ জন্য তাব
নিতান্ত যদ্যপি চাহ নাশিতে তাহারে,
বৃথা সে প্রযাস; যত দিন দেহে তার
রহিবে জীবন, তত দিন ব্যাপি, হায়,
সহিবে দুরাত্মা কত জ্বালা নিদারুণ,
নিজকৃত পাপ তরে। অনুতাপ ঘোর
দহিবে অন্তর তার সদা দিবানিশি।
কি ফল নাশিয়া তবে পলায়িত জনে ?
ছাড়হ ভাবনা তার অন্তর হইতে।
আপন কর্ম্মের ফল ফলিছে তাহার।

নিরস্ত সকলে হও। আর(ও) বলি শুন,
উপদেশ মম কিবা প্রয়োজন। মিত্র
বাসুদেব হেথা স্বয়ং বসিয়া। আদেশ
তাঁহার লও তোমরা সকলে। আদেশ

তাঁহার, শিরোধার্য্য আমাদের, নিশ্চয়
জানিবে। সৌভাগ্য মম না পারি বর্ণিতে।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি পূর্ণ ব্রহ্মদেব;
এই চরাচর বিশ্ব, যাঁহার মায়ায়,
স্থজিত হইয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে
চলিতেছে রাত্রিদিন যাঁহার আদেশে;
লভিতে যাঁহার কৃপা ধ্যানে রত কত
যোগী আজীবন ভরি, উপবিষ্ট সেই
দেব নারায়ণ আজি, কৃপা করি মিত্র-
ভাবে আমাদের সনে। হেন কৃপা কার
ভাগ্যে ঘটে? হেন কৃপা তব গুণে, দেব,
নহে মম পুণ্যে। কিবা পুণ্য আছে মম।
অথবা দয়াল তুমি সততই দেব,
সদা প্রেম বিতরণ সেই কার্য্য তব:
প্রাণভরে যথা যেই ডাকে বিশ্বমাঝে
বিপদ রক্ষার তরে যখন তোমারে,
তখন(ই) তথায় দেব, উপনীত তুমি।
প্রাণ ভরে যেই লোক ডাকেছে তোমারে
সারথি তাহার তুমি হও সেইক্ষণে:
বিপদ সঙ্কুল এই সংসার প্রান্তর;

নানাস্থানে রিপুকুল বিকীর্ণ তাহার ;
সে প্রান্তর দিয়া তুমি সারথ্য নৈপুণ্যে,
লয়ে যাও রথ তার শান্তিময়-দেশে।
উচিত কি কার্য্য দেব, এ ঘোর সঙ্কটে,
উপদেশ দাও মোরে। ভ্রাতৃগণ সবে
উদ্যত বধিতে এবে সেই দুর্য্যোধনে।”

নিরবিলা ধর্ম্মপুত্র এতেক কহিয়া।
নিস্তব্ধ সকলে তথা, ক্ষণকাল তরে:
ব্যগ্রতায় পূর্ণ সবে তথাপি নিস্তব্ধ।
হায়রে তেমতি ব্যগ্র, শুনিতে আদেশ
যথা মত্ত সেনাবৃন্দ, যবে সেনাপতি
রহে সুদূর প্রদেশে ; অথবা আকাশ-
বাণী কিয়দংশ শুনি, শুনিতে অপর
অংশ ব্যগ্র লোক যথা। অতি ধীরে ধীরে
কহিতে লাগিল তবে যদুকুলপতি ;—

“স্বকৃত কার্য্যের ফল ভোগ করে লোক
সদা এ সংসারে আসি। এই যে সংসার
নহে কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র জানিবে ইহারে।
কর্ম্মফল ভোগ, হেথা কভু কভু ঘটে।
আপন আয়ত্তাধীন কার্য্য মানবের :

সে আয়ত্তবলে লোক পাপপুণ্য কহে।
পুণ্যের অর্জ্জন করা সদা ক্লেশকর ;
ক্লেশকর কার্য্যে বল কার মতি হয় ?
সে কারণে সদা লোক, পাপ কার্য্য করে।
পাপকার্য্য যত, আশু প্রীতিকর অতি:
প্রীতিকর পাপ কার্য্যে রত হয়ে লোক,
না পায় উচিত দণ্ড যদি কভু তারা,
ধাইবে নিশ্চিত তবে, সদা সেই পথে,
না করিবে ভয় ; কভু না করিবে কেহ
পুণ্যের অর্জ্জন, সহি নানাবিধ ক্লেশ।
পাপীর উচিত দণ্ড হয় এ সংসারে
নিষেধ করিতে সবে, যাহে নাহি পশে
তারা পাপের পঙ্কিল পথে, দেখি তাহা
প্রীতিকর অতি। আর(ও) বলি মহারাজ,
পাপীর বিনাশ, ইহা, শাস্ত্র সমুচিত
কার্য্য নিশ্চিত জানিবে। যতেক পাপীর
নাশ হয় এ সংসারে, পাপ হ্রাস হয়
সদা, সেই পরিমাণে। সেই দুর্য্যোধন,
কতেক অহিত কার্য্য করিল দুর্ম্মতি।
চলিয়া পাপের পথে আজীবন ভরি,

অতি ঘোর পাপমতি হয়েছে তাহার,
কিন্তু, ইহা সুনিশ্চিত, সেই পথ ছাড়া,
কভু সাধ্য নহে তার, আর এ জীবনে।
"বিপদে পড়িয়া এবে, নিরুপায় হয়ে,
লুকায়েছে হ্রদজলে সত্য সে দুর্ম্মতি,
কিন্তু, নিরুপায় ভাবি, ছাড় যদি তারে,
ঘটাবে জঞ্জাল পুন পাইলে সুযোগ।
নিরস্ত্র বলিযা তারে কি জন্য ভাবিছ,
পশিয়াছে হ্রদজলে গদাহস্তে লয়ে।
সময় পাইলে পুন পাপমতি তার,
পুন উত্তেজিবে তারে; তথা নাহি রবে।
অন্যায় সমর কথা, যা তুমি কহিলে।
কভু হেন উপদেশ, নাহি আমি দিব;
ডাকিয়া তাহারে এবে, বীর ভীমসেন,
নাশ সম্মুখ সমরে: যুক্তিযুক্ত কার্য্য
ইহা, মম অনুমত নিশ্চয় জানিবে।"
নিরবিল যদুপতি কহিয়া এতেক।
ভীম আদি চারি ভ্রাতা শুনিয়া সে কথা,
প্রফুল্লবদন সবে, মনের হরষে;
প্রফুল্ল যেমতি হয় কৃষক বদন

শুনিয়া শ্রাবণে মন্দ জীমুতের ধ্বনি।
তথাপি নীরব সবে, শুনিতে উৎসুক
তারা জ্যেষ্ঠের আদেশ। ক্ষণকাল পরে
উত্তরিল ধীরে ধীরে ধর্ম্মপুত্র ধীর;—
"তোমার আদেশ যাহা সেই জানি ধর্ম্ম;
সাধিতে যে কার্য্য দেব, তোমার আদেশ
আর প্রয়োজন কিবা করিতে বিচার,
ফলিবে কিরূপ ফল সে কার্য্য সাধনে?
বিনাশ তাহার যদি অভিমত তব,
উচিত সে কার্য্য তাঁহে নাহিক সংশয়।
ফিরিতেছি মোরা সবে তোমার আশ্রয়ে,
তুমিই ভরসা দেব, এ ঘোর সঙ্কটে।
উচিত কোনবা কার্য্য অনুচিত কিবা,
তর্কে স্থির করি তাহা আমরা সতত।
মানবের সেই তর্ক অনুমান মাত্র:
অনুমান নাহি কভু সত্য সদা ঘটে;
ভ্রমে পরিণত তাহা হয় কতবার।
সে আশঙ্কা নাহি কিছু তোমার যুক্তিতে;
দিব্যজ্ঞান সদা দেব, তোমার আদেশ।
কি জন্য সঙ্কোচ তবে করিব আমরা?

সাজ ভ্রাতৃগণ আজি তোমরা সকলে
সাধিতে সে কার্য্য যাহা দেবের সম্মত।
সংশয় নাহিক আর কিছু মম চিতে;
চল সবে ত্বরা করি নাশ দুর্য্যোধনে।

---

# পঞ্চম সর্গ।

দেবি দয়াময়ি, নমি আমি তব পদে
হেন আশা করি মনে তোমার কৃপায়,
ভেলায় করিয়া ভর লঙ্ঘিব সাগরে।
সকলি সম্ভব সদা তব কৃপাবলে ;—
অজ্ঞান পামর অতি ছিল এককালে
হেন কত লোক, অমর হয়েছে তারা,
জগতে বিপুল কীর্ত্তি করিয়াছে লাভ।
পুণ্য লাভ হয় সদা স্মরণে তাঁদের ;
নমি আমি শতবার তাহাদেব পদে।
কবিতা দুর্লভ ধন এ ভারতভূমে
লভিল জনম তাহা যেই দেব হ'তে,
অগ্রগণ্য সেই দেব, তুমি হে বাল্মীকি,
নমি আমি তব পদে। হায়, যে সুন্দর
মধুচক্র রচিয়াছ তুমি, পান করি
মধু সেই চক্র হতে, এ ভারতবাসী
যত, আনন্দে বিভোর তারা সদা দিবা-

নিশি। ভারত শুধুই নহেক বিভোর।
সুদূর সমুদ্র পারে জর্ম্মানি প্রভৃতি,
কত রাজ্য-বাসী কত লক্ষ লক্ষ লোক,
আনন্দে বিভোর তারা পান করি মধু,
সদা মধুপূর্ণ তব মধুচক্র হ'তে।

নমি আমি তব পদে দেব কালিদাস,
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি এ ভবমণ্ডলে।
রচিয়াছ তুমি দেব, যেই কাব্যোদ্যান,
বসন্ত একই ঋতু বিরাজ তথায়;
নাহি গ্রীষ্ম, নাহি শীত, নাহি ক্লেশ তার,
বসন্ত সুলভ সুখ চির বিদ্যমান:
প্রস্ফুটিত ফুলরাশি সে উদ্যানে সদা,
আমোদিত করে ধরা ঢালি পরিমল;
শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত, বিবিধ বরণে
রঞ্জিত সে ফুলরাশি, কিবা মনোহর!
কুহবিছে পিককুল সে উদ্যানে কিবা
সুস্বর-লহরী ঢালি সদা বারমাস;
ঝঙ্কারিছে অলিকুল গুণ গুণ রবে,
কূজনিছে কত পাখি মধুর কূজনে।
ঈষৎ বিনম্রবক্ষঃ ফুলের স্তবকে,

হেন চারুলতা কত রয়েছে তথায় :
সহকারতরু বক্ষে হাসিছে তাহারা,
যেন বাঁধি প্রেমডোরে, নিজ নিজ প্রিয়-
জনে সুদৃঢ় বন্ধনে। এ হেন উদ্যান
দেব, রচিয়াছ তুমি অতুল ভুবনে।
নমি আমি তব পদে নমি বার বার।
মহাকবিগণ, নমি তোমাদের পদে।
নমি আমি তব পদে শ্রীমধুসূদন।
ধন্য তুমি, ধন্য বঙ্গ প্রসবি তোমায়।
সার্থক তনয় তুমি। নিজ কীর্ত্তিবলে
উজ্জ্বল করেছ নাম আপন মাতার।
কতই প্রয়াস করি, ফিরি নানাদেশ,
কভু না করিয়া লক্ষ্য আপন জীবনে,
মহামূল্য রত্নরাজি করিয়া সংগ্রহ,
সাজায়েছ বঙ্গমাতা বিবিধ রতনে।
মানস সরস তব পদ্মের আকর,
ফুটেছে তথায় পদ্ম বসন্তে শরদে।
লয়ে সেই তামরস, বিবিধ অর্চ্চনে
সদা পূজিয়াছ তুমি আপন মাতায়।
সার্থক জনম তব, সার্থক মরণ ;

সার্থক কল্পনা তব, সেই শক্তি বলে,
স্বর্গ কিম্বা মর্ত্তধামে হেন স্থান নাই
যথায় নাহিক তুমি পশেছ কখন।
ছাড়ি নরলোক কভু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছ
সেই দেবলোকে, যথা সুরেশ মহিষী
বসি সুরেশের পাশে, হাসি হাসি মৃদু-
ভাষে তোষে প্রাণনাথে ; নাচিছে সম্মুখে
তার উর্ব্বশী সুন্দরী ; সুচারুহাসিনী
রম্ভা করিছে সঙ্গীত। কল্পনা সহায়
লয়ে, অতল জলধি তলে নামিয়াছ
পুন কভু,—সে গভীর জলতলে, যথা
বারুণী রূপসী বসি বাঁধিছে কবরী,
মুকুতার মালা তাহে করিয়া গ্রথিত।
কি আর কহিব বল, ধন্য সেই কাব্য
তব মেঘনাদবধ ; স্বর্গ,মর্ত্ত, দেব,
যক্ষ, নর, রক্ষ লোকে, সুন্দর যা কিছু
আছে, বীর্য্যবন্ত যাহা, সকলি করেছ
লিপ্ত সেই তব কাব্যে। উদ্ভাবিকাশক্তি
তব ধন্য বলে মানি। অমিত্র অক্ষর-
ছন্দ উদ্ভাবন যশঃ, তোমারি কেবল

তাহা, শুভাদৃষ্ট তব। সত্যই রচেছে
তুমি হেন মধুচক্র 'গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি।'
সত্যই অমর তুমি এই বঙ্গ ভূমে।
হেন অমরতা দেবি, নিজ কৃপা গুণে,
কর দান এদাসেরে এই ভিক্ষা মম।
কে আজ বিরলে বসি আপন কক্ষেতে
নয়নের নীর সদা ফেলে অনিবার।
বিকশিত পদ্মসম যে মুখের কান্তি,
আহা ম্লান তাহা আজি ; হায়রে, সরসী-
বক্ষে যেন কুমুদিনী, দিনকর-কর
যবে লাগে তার মুখে। ভাবনা দারুণ
কি আজ পশেছে বল হৃদয়ে তাঁহার।
কেন দৃষ্টি লক্ষ্য হীন ? নয়নের জ্যোতিঃ
আহা কিছুমাত্র নাই। আলুথালুবেশ
কেন ? নাহি যে বিলাস ; কবরী বন্ধন
কেন খসিয়া পড়েছে ? বস্ত্র অলঙ্কার
যত না করি ধারণ, অনাথিনী ভাবে
হায় বসিয়া রয়েছে। ভানুমতী যার
নাম, অতুল সুন্দরী, বিদিত জগতে

যেই রূপের লাবণ্যে, রাজার নন্দিনী
যেই, রাজকুল বধূ, দুর্য্যোধন প্রিয়-
পত্নী, প্রধানা মহিষী। হায়রে দারুণ
বিধি ঘটায়েছে আজি কি দারুণ জ্বালা
হৃদয়ে ইঁহার? তেঁই সে বিষণ্ণ এবে?
রে দারুণ বিধি, এই কি প্রতিজ্ঞা তব
অলঙ্ঘ্য অচল, হায়, সুবিস্তীর্ণ এই
ধরা মাঝে, না করিতে সদা সুখী এক
মাত্র জনে? যেই জন, ভাসিতেছে আজি
দেখি, মনের উল্লাসে, নির্ভয় হৃদযে,
রাত্রি প্রভাতিলে পুন, ভাসিতেছে সেই
জন নয়নের নীরে। আবার যে জন,
ফেলে অশ্রু অনিবার আজি দিবানিশি,
আনন্দে বিহ্বল সেই রাত্রি প্রভাতিলে।
এই রীতি সদা তব; এই ভাবে সদা,
কভু হাঁসাও কাহারে, কভুবা কাঁদাও।
রাজার মহিষী আজ, কাল অনাথিনী;
আনন্দে বিহ্বল আজ, কাল দুঃখে ম্লান;
নিরোগ সবল আজ দেখি যার দেহ,
কাল দেখি পুন তারে রোগে অতি জীর্ণ।

শিশু ক্রোড়ে লয়ে মাতা আজি যে হাসিছে,
ক্রোড় শূন্য কাল তার, হাস্য অস্তমিত।
নিশিতে ভুঞ্জিছে যেই মিলনের সুখ,
নিশি অবশেষে, হায়, দারুণ বিচ্ছেদ
জ্বালা পুন আকুলিছে তারে। নবপ্রেমে
মত্ত নবীনা যুবতী, আজি যে পতির
প্রেমে নিতান্ত বিভোর, সেই সে প্রাণের
পতি, ভাষায়ে তাহারে, নিদারুণ বিধি
বশে, কাল পলায়িছে, হায়, সেই দেশে,
ফিরেনা কেহ রে কভু যেই দেশ হতে।
হায় রে দারুণ বিধি কি সে নিরমিত
বল তোমার হৃদয়? ব্যথা নাহি পাও
কিহে তুমি, দিয়া অতি নিদারুণ ব্যথা
পতিপ্রাণা রমণীর সুকোমল হৃদে?
অতৃপ্ত হৃদয় যার এ হেন দম্পতী,
বিযুক্ত তাহারে কর লয়ে স্বামী ধনে?
ভুজ পাশে বেঁধে যারে পতিপ্রাণা বালা
ধরে অতি সযতনে বক্ষের উপর,—
হায়রে যেমতি ধরে মাধবীর লতা
নিজবক্ষে সযতনে তমালের মূলে,—

কতনের সেই ধন ছিন্ন করি লও ?
কভু নাহি ভাব, হায়, কি দশা ঘটাও ?
এইত রাণীর দশা। রাজপুরী—আহা,
কি দশা তাহার এবে! হস্তিনাব সেই
পুরী, দেখেছি যথায় কিছু দিন আগে,
আনন্দের স্রোত যেন বহে অবিরাম ;
নর্ত্তকীর বৃন্দ সদা নাচিছে কোথাও,
গায়কের দল কোথা করিছে সঙ্গীত
অতি সুমধুর তানে ; হরষিত চিত
সবে যত পুরবাসী। নিরানন্দ নাহি
দেখি কভু কা'র মুখে ; প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দে বিহ্বল সদা যত কুলবালা ;
বালকের দল শূন্য হাসি, হাসি তারা
ফেরে দলে দলে, সদা প্রফুল্ল অন্তরে ;
জন স্রোত রাজপথে ; যতেক বিপণি
লোকে সমাকীর্ণ সদা কিবা দিবানিশি।
নিরানন্দ এবে, হায়, সেই রাজপুরী।
অন্ধকারময় তাহা জনশূন্য প্রায়।
নাহি চলে লোক আর সেই রাজপথে,
বিষণ্ণ বদনে যদি কেহ কভু চলে।

ক্রন্দনের ধ্বনি হায়, প্রতি ঘরে ঘরে:
কাঁদিছে অভাগি মাতা হারায়ে তনয়ে,
আহা ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ; কাঁদিছে যুবতী
হারায়ে প্রাণের পতি ব্যাকুল হইয়া,
কষ্টে রোধ করি শ্বাস মৃদু মৃদু স্বরে,
অধীর হইয়া কভু কাঁদিয়া উঠিছে
পুন অতি উচ্চরবে: কাঁদে বৃদ্ধ পিতা
আজি সেই পুত্র তরে, হায়রে অকালে,
এ ঘোর সমরে হত যেই পুত্র তার:
অবলম্ব জীবনের প্রাণের সমান,
সেই পুত্রে স্মরি বৃদ্ধ নিন্দে বিধাতায়,
কভু নিন্দে মহারাজে,—যে জন আপন
পাপে বাধাইল, হায়, সমর দারুণ।
ভ্রাতার বিয়োগে ভগ্নী কাঁদিছে কোথাও,
কোথাবা কাঁদিছে কন্যা পিতার কারণে।
জীবিত যে কেহ আছে সেই পুরী মাঝে
কাঁদিছে সকলে সদা হাহাকার রবে,
আত্মীয় স্বজনগণে স্মরিয়া তাহারা।
হেন পুরীমাঝে ওই অত্যুচ্চ প্রাসাদ,
বহুদূর ব্যাপি যাহা রয়েছে বিস্তৃত,

আনন্দ সতত যথা ছিল বিদ্যমান,
নাহি সেই শোভা তার, নিরানন্দ এবে।
নাহি ফেরে দ্বারে দ্বারে দৌবারিক দল,
গায়কের দল তথা নাহি করে গান,
নাহি নৃত্য করে আর নর্ত্তকীর বৃন্দ,
রাজার নন্দিনী যত, কুলবধূ যত,
নাহি ফেরে তারা আর মনের আনন্দে,
সতত নয়ননীর করিছে বর্ষণ।

কি ভীষণ দৃশ্য দেখি,—স্পর্শিলে সূর্য্যের
কর ম্লান হ'ত যারা, এ হেন কতেক
আহা, বালা কুলবধূ, ওই যে প্রাসাদ-
শিরে আতপ উত্তাপে, ক্রন্দনের রোল
তারা উঠাযেছে এবে। চাহিয়া সুদূর
সেই রণক্ষেত্র পানে, ব্যাকুল হতেছে
সবে, বক্ষ আঘাতিছে ;—সেই রণক্ষেত্র
যথা হৃদয়ের ধন তারা হারায়েছে
হায়। হাহাকার রব সর্ব্বত্র হতেছে।

প্রাসাদ চৌদিক ব্যাপি যত পুষ্পোদ্যান,—
কত শোভা যার ছিল, হায়, এককালে,
অরণ্যের প্রায় এবে। যত হর্ম্ম্য তার

মাঝে জনশূন্য সব। রাজার তনয়
যারা রহিত তথায় কতই আনন্দে,
অকাল সময়ে হত সকলে তাহারা।
নয়নের তৃপ্তিকর, আহা ফুলকূল
বিবিধ কতেক জাতি সহস্র বর্ণের,
উদ্যানের শোভা করি কত যে ফুটিত,
বিস্তারি সৌরভ সদা অতি সুমধুর :
সেই ফুলকূল আর নাহি ফুটে এবে,
মনের দুঃখেতে বুঝি নাহি ফুটে তারা?
মনের দুঃখেতে বুঝি না করে বিস্তার
সেই পরিমলরাশি উদ্যান ভিতরে?
কা'র উপভোগ তরে ঢালিবে তাহারা
আর, সেই সুধারাশি? নয়নের তৃপ্তি
কা'র সাধিবার তরে, সাজিয়া বিবিধ
সাজে ফুটিবে তাহারা? ভুলাতে কাহারে
মনোমত কত বেশ করিবে ধারণ?
 বৃহৎ সম্মুখে দেখি ওই যে উদ্যান,
রজত প্রাচীরে যাহা বেষ্টিত চৌদিক;
হেম হর্ম্ম্য তার মাঝে : বিবিধ রতন
আনি নানা দেশ হ'তে, অতি সযতনে,

সাজাইলা সে উদ্যান রাজা দুর্য্যোধন
প্রাণপ্রিয়া ভানুমতী প্রীতির কারণে।
বিহরিত সদা রাণী সে কাননে পশি,
সঙ্গে লয়ে সখীদলে মনের আনন্দে।
এখন(ও) বসিয়া ওই উপরি কক্ষেতে,
নীরবে ফেলিছে আহা নয়নের জল।
সখীবৃন্দ যত, মরি, নীরব সকলে।
গায়িকা যতেক আর নর্ত্তকীর দল,
নীরব সকলে হায়, রাণীর দুঃখেতে;
যত যন্ত্র নানাবিধ বাদ্য মনোরম,
নীরব তারাও দুঃখে। দুঃখের হিল্লোল
বহিতেছে আজি যেন সে সুখ ভবনে।
নিস্তব্ধ ক্ষণেক রহি মনের দুঃখেতে,
প্রাণপ্রিয়তমা সখী সরমা সুন্দরী,
সম্ভাষি তাহারে রাণী কহিতে লাগিল,—
"হায়, সখি, আশা মায়াবিনী আর কেন
ভ্রমে মোর পাশে; বৃথা এ প্রয়াস তার
ভুলাইতে মোরে। হায়, হৃদয় কেমনে
সখি, বাঁধিব আবার? নিদারুণ পুত্র-
শোক পশেছে অন্তরে। মত্তহস্তী যথা

ছিন্ন করে নন্দবন পশিয়া তথায়,
তেমতি বিচ্ছিন্ন সখি, এ হৃদয় মম,
দারুণ আঘাতে। হায়, হৃদয় শোণিত
দিয়া পালিনু যাহারে, সহিনু কতই
ক্লেশ যাহার কারণে, সেই পুত্রধন
যদি ছাড়িল আমারে, কি সুখ রহিল
মম এ সংসারে আর? মায়াময় বিধি,
তোমার নির্ব্বন্ধে, কি যে মায়া পুত্রোপরে
হয় জননীর, জননী ব্যতীত বল
কে তাহা বুঝিবে? হায়, বালা পুত্রবধূ
মম সুরবালারূপে,—ননীর পুতলী—
কি দশা ঘটালে বিধি তুমি তার ভালে?
কেমনে হেরিব আমি সে মুখ চন্দ্রমা?
কি বলে বুঝাব তারে? প্রবোধ কি বলে
দিব? কি আছে প্রবোধ? কেননা নিদয়
বিধি অগ্রেতে নাশিলি মোরে? নাহি পারি
আর সহিতে এ জ্বালা। মরণ বরঞ্চ
ভাল, অসহ্য যন্ত্রনা। কি আশে ধরিব
বল আর এ জীবন। তেঁই বলি পুন,
সখি, আশা মায়াবিনী, কি দৃশ্য দেখায়

মোরে? সময় পাইয়া উপহাস করে
যেন এবে মোর সনে। সত্য বটে সখি,
জীবিত যাবৎ মম প্রভু হৃদয়ের,
বীরেন্দ্রকেশরী সেই কুরুকুলপতি,
তাবৎ আশার স্থান আছে এ হৃদয়ে;
কিন্তু, বৃথা সেই আশা: আর কি ভুলিব
আমি, তাহার ভুলনে? এ বিপুল কুরু-
কুল, সমূলে নির্ম্মূল সখি, হইয়াছে
এবে। জীবিত কেবল মাত্র প্রাণপতি
একা; কি সাধ্য তাঁহার? সেনা অগণন
সকলে নিহত রণে। কাহারে লইয়া
রণ করিবেন বল প্রাণপতি আর?

ভাসিতেছে যে তরি সখি, সাগরবক্ষেতে,
প্রবল ঝটিকা যবে যোঝে তার সনে,
কভু কি রোধিতে পারে তরী সেই বেগ?
দেখায়ে কৌশল যত, যুঝি প্রাণপণে
অবশেষে যথা তরী ডুবে যায়, হায়,
অতল জলধি তলে না উঠিতে আর,
ডুবিল তেমতি সখি, এ বিপুল কুল—
চিরকাল তরে—আর না উঠিতে। হায়,

ভাসিতেছে, লোক সদা সংসার সাগরে,
সে সাগরে ভাসি, কভু কি বুঝিতে পারে,
কৃষ্ণকোপ সম প্রবল ঝটিকা সনে?
নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বিপদশঙ্কুল,
সখি সদা যেই পথ, প্রদর্শক বিনা
যেই চলে সেই পথে, বিপদে পতিত
সেই হয়লো যেমতি, তেমতি পড়িনু
মোরা হায়লো সকলে, এ ঘোর বিপদে,
পথপ্রদর্শক কৃষ্ণসঙ্গ নাহি লয়ে।
ওই যে সম্মুখে সখি, চিত্র নানাবিধ,
স্বহস্তে আঁকিনু যাহা অশেষ যতনে,
সুবর্ণমণ্ডিত করি রাখিনু সাজায়ে
এ সুখ আগারে মম, দেখিতে সতত,
দেখাতে সতত সখি, মম প্রাণনাথে:
কতবার কত দুঃখ করেছিলা নাথ
দেখিয়া এ সব দৃশ্য, তথাপি নাহিক
সখি কিছুমাত্র জ্ঞান, লভিল প্রাণেশ
মম এই চিত্র দেখি। ঘটিল কি পদে
পদে এই সব চিত্র দশা, সখি মোর
ভালে? পদে পদে হায়, মিলিল সকলি।

"ওই চিত্রপটে দেখ, দানবের বালা
প্রমীলা সুন্দরী বসি প্রমোদ উদ্যানে,
বিষণ্ণ, নীরব, মরি, নাথের বিরহে;
ঝরিছে নয়ননীর দুই আঁখি হতে;
সখীবৃন্দ যত, হায়, বিষণ্ণ সকলে।
সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান তাহাও বিষণ্ণ:
নাহি ফুটে ফুলকুল সাহস করিয়া;
যত চারুলতা, আহা, শীর্ণকায় তারা,
নাহি ধরে বক্ষে আর কুসুম স্তবক:
বিহঙ্গমকুল যত নিস্পন্দ নীরব;
ম্রিয়মান হায়, সবে রাণীর দুঃখেতে।
"অপর চিত্রেতে দেখ, রাণী চিত্রাঙ্গদা,
ঝরিছে নয়ন তার, মরি, পুত্রশোকে।
এক মাত্র সুত সেই বীর বীরবাহু,
তাহারে হারায়ে রাণী ব্যাকুল হইয়া,
রাজসভা মাঝে আসি, সম্ভাষি রাজায়,
জিজ্ঞাসিছে মনক্ষোভে তনয়ের কথা,:
রাজার সকাশ হ'তে ফিরিয়া চাহিছে
গচ্ছিত রতন সেই পুত্রধন তার।
"ওই যে অদূরে দেখ, তৃতীয় চিত্রেতে,

স্বর্ণলঙ্কাপুরী, তার প্রধানা মহিষী,—
বীরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ মাতা—
রাণী মন্দোদরী, হায়, অস্থির হইয়া,
অতি দীন হীন ভাবে লুটায় ভূতলে ;
আঘাতিছে নিজ বক্ষ কাতর হইয়া।
যত সখীগণ আহা বিষণ্ণ সকলে।
ভীতচিত্ত তারা সবে, ভাবিয়া আকুল·
না করে সাহস কেহ বুঝাতে রাণীরে।
কি বলে বুঝাব তারে? কি দিয়া বুঝাবে?
কালের কুটিল গতি, সেই গতি বশে,
অজেয় জগতে যেই ছিল এক কালে,
ইন্দ্রজিৎ নাম যার ইন্দ্রে পরাজয়ি,
সেই ইন্দ্রজিৎ পুত্র নিহত সমরে—
হায়, রাঘবের সনে,—সেই সে কারণে
লুটায় ভূতলে আজি মন্দোদরী রাণী।

"এঁকেছিনু চিত্রপটে যেই যেই দশা,
ঘটালে সকল(ই) বিধি তাহা মোর ভালে।
কি কাজ রাখিয়া সখি এ জীবন আর,
এ বিশ্ব সংসার হায়, দেখি শূন্যময়।"

নিরবিলা ক্ষোভে রাণী এতেক কহিয়া ;

চঞ্চল হইল সবে যত সখী দল,
না পায় ভাবিয়া তারা কি প্রবোধ দিবে।
নিস্তব্ধ ক্ষণেক রহি, উত্তরিল তবে
প্রাণপ্রিয়তমা সখী সরমা সুন্দরী;—
"সকলা(ই) বুঝহ দেবি, কি বুঝাব মোরা।
সময়ের খেলা সব: যে সময় চক্র,
ঘুরিতেছে দিবানিশি অবিরাম গতি;
ঊর্দ্ধে তুলি কভু কা'বে, কা'রে বা নাবায়ে,
হাঁসাযে কাহারে কভু, কা'রে বা কাঁদায়ে।
পশেছে অন্তরে তব যে দারুণ জ্বালা,
ভিন্ন তাহা করিয়াছে এ হৃদয় মম;
নিরুপায় মোরা সবে কি করিব বল?
সে কারণে সহিতেছি যত এ যন্ত্রণা।
"আর(ও)বলি শুন দেবি, এখন(ও)পেতেছে
স্থান আশা এ হৃদয়ে, সাহস হতেছে।
জীবিত এখন(ও) সেই কুরুকুল পতি,—
রাজা দুর্য্যোধন,—বীর বিখ্যাত ভুবনে;
যাবৎ জীবিত তিনি তাবৎ সাহস।
ইহাও নিশ্চিত দেবি, সময়ের চক্র,
চক্রবৎ ঘোরে তাহা, স্থির নাহি রহে;

সেই চক্র আবর্ত্তনে ফিরিবে সময়।
নিরাশ হওনা তুমি ধৈর্য্য ধর মনে,
দিতেছি তোমায় আনি রণের বারতা।”
কহিয়া এতেক কথা নিরবিলা সখী:
উত্তরিলা পুন তবে রাণী ভানুমতী,
মুছিয়া বসন প্রান্তে নয়নের জল;—
“রণের বারতা সখি, সকল(ই) পেয়েছি
আর কি সংবাদ আনি পুন দিবে তুমি?
সত্য বটে প্রাণসখি, জীবিত জীবিত-
নাথ রণক্ষেত্র মাঝে; সত্য বটে সখি,
বিখ্যাত ভুবনে তিনি বীরত্বের যশে;
কিন্তু, একা মাত্র তিনি জীবিত কেবল।
ফিরিবে সময় পুন একা তাঁহা হ’তে?
হৃদয়ে কভুনা স্থান দিও হেন আশা।
ঘুরিতেছে সত্য বটে সময়ের চক্র,
ঘুরিতেছে দিবানিশি অবিরাম গতি;
কিন্তু নাহি কি দেখিছ, সখি, গতি তা’র
কোন দিকে এখন(ও) চলিছে? হায়, সখি,
এখন(ও) চলেছি মোরা নিম্নদেশ হ’তে,
সেই চক্র আবর্ত্তনে নিম্নতরদেশে।

"কেমনে বা হায়, সখি, ফিরিবে সময় ?
প্রাণধন পুত্র মম পুন কি আসিবে,
জুড়াইতে এই মম জ্বালা হৃদয়ের ?
না দেখিলে তারে সখি, কেমনে হইবে
বল শান্তি লাভ মম ? ছাড় সে দুরাশা।
তবে, এ কাল সমরে, জয়লাভ করি,
শেষে হস্তগত রবে রাজ্য, এই যদি
প্রার্থনা তোমার সখি, আমার উদ্দেশে,
বৃথা সে বাসনা তব। নাহিক অন্তরে
মম সে বাসনা আর। রাজরাণী হয়ে
যেই সুখ এ জগতে, সম্ভোগ সম্পূর্ণ
রূপ করিয়াছি তাহা ; নিশ্চয় কহিনু,
আর নাহি স্পৃহা তাহে কিছু মাত্র মম।
বাধাইল যা'রা রণ রাজ্য উদ্ধারিতে,
আসুক তাহারা এবে। সেই পাণ্ডবের
দল আসুক এখন(ই)। সহিয়াছে বহু
ক্লেশ বহুদিন ব্যাপি ; বহু পর্য্যটন
হায়, করিয়াছে তা'রা। সুখভোগ এবে,
জীবনের শেষ ভাগে করুক তাহারা ;
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুক সুখেতে।

এই মাত্র বাঞ্ছা মম হৃদয়ে কেবল,
ইষ্টদেব প্রাণপতি, তাঁরে সঙ্গে লয়ে,
লোকের আবাস ভূমি ছাড়ি হেন স্থান,
পশিব বিজনে অতি গভীর কাননে।
তথায় করিব বাস বাঁধিয়া কুটীর,
যার পার্শ্ব দিয়া সদা কুলুকুলু রবে
পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী করিবে গমন ;
শুনিব সতত সেই জলের কল্লোল,
কিবা সুমধুর ! সখি, পশিবে সতত
সে মধুরধ্বনি মোর হৃদয় কন্দরে,
শীতল হইবে তাহে সন্তপ্ত এ চিত।
অথবা এ হেন স্থানে বাঁধিব কুটীব,
উচ্চ কোন গিরিবর তুলিয়া ঊর্দ্ধেতে
সদা শৃঙ্গ আপনার, রয়েছে যথায়,
অচল অটল ভাবে সুদূর ব্যাপিয়া।
কিম্বা যেই স্থানে ঝরিছে নির্ঝর জল
ঝর ঝর রবে—বহিয়া পর্ব্বত বক্ষ—
কি সুন্দর দৃশ্য ! চারিদিকে বনরাজি
সুগভীর অতি ; বনফুল নানাজাতি
ফুটিবে চৌদিকে,—বন সুশোভিত করি।

এ হেন স্থানেতে পশি কাটাইব কাল
মোরা দৈব আরাধনে। দয়াময় সেই
দেব, এ বিশ্ব যাঁহার লীলা; যাঁ'র মায়া-
বলে জীব সদা ভুলে আপনারে;—হায়,
ভুলিয়া প্রকৃত লক্ষ্য ব্যস্ত হয় সদা,
রাজ্যধন পরিজন ইহার ভাবনে;—
পূজিব সতত সখি, সেই দেবদেবে।
জীবনেব শেষ ভাগ কাটাইব মোরা
সুখে তাহাব ধ্যানেতে। বিবিধ বনের
ফুল তুলিযা সতত পূজিব তাঁহাবে।
জুড়াইব হৃদয়ের এ দারুণ জ্বালা
সখি, তাঁহা(ই) অর্চ্চনে। প্রার্থনা করিব
সদা তাঁহার চরণে, এককালে দেহ
ত্যাগ করিয়া উভয়ে, মুক্তিলাভ করি
যাহে জীবনের অন্তে। লভিতে জনম
যেন আর নাহি হয, এই ধরাধামে।
সংসারেব যত জ্বালা কভু না সহিতে
সখি, আব যেন হয়। এ সংসারে শ্রেষ্ঠ
পদলভি, ভাবতের রাজরাণী হয়ে,
দেখিনু তাহাতে সখি সুখ মাত্র নাই।

নিষ্কণ্টক কভু সুখ নহে এ সংসারে।
যাও সখি, ত্বরা করি, এই ভিক্ষা মোর ;
সঙ্গে লয়ে সহচরী সুশীলা সুন্দরী,
যাও উভে দ্রুতগতি নির্ভয় অন্তরে,
সেই রণক্ষেত্রে—যথা প্রাণনাথ মম :
হৃদয় বাসনা মম কহিবে তাঁহারে।
চরণে ধরিয়া সখি, কহিবে তাঁহারে,
দাসী চরণের তাঁর সেই ভানুমতী,
এই ভিক্ষা চায় এবে চরণে তাহার,
রণ সাধ ছাড়ি নাথ, ছাড়ি রণক্ষেত্র,
ছাড়ি রাজ্যলোভ, আর ধনের লালসা,
ছাড়ি লোকালয়, আর মানবের সঙ্গ,
সংসারের মায়াজাল ছাড়িয়া সকল,
নিবিড় কাননে মোরা পশিব দুজনে,
ঈশ্বরের আরাধনা করি দিবানিশি
লভিব প্রকৃত সুখ তথায় কেবল।
সুখের রাজত্ব মোরা করিব তথায়।
কাটাইলে এই ভাবে জীবনের শেষ,
এ হেন ভরসা সখি, স্থান পায় মনে
পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।”

---

# ষষ্ঠ সর্গ।

---

পূর্ব্বপরিচিত সেই হ্রদ দ্বৈপায়ন,
ধীরে ধীরে উপনীত আসি তার কূলে
যুধিষ্ঠির আদি সবে পঞ্চভ্রাতা মিলি,
সঙ্গে লয়ে সেই কৃষ্ণ যাদবের পতি।
সহর্ষে দেখিল তারা নির্জ্জন সে স্থান;
কিবা মনোরম! আহা, শান্ত চারিদিক্,
শান্ত সেই জলরাশি কিবা সুগম্ভীর!
দেখিলে সে দৃশ্য, বল, কা'র মনে হয়,
চাপল্য এ হেন হ্রদে স্থান পায় কভু?
চাহি সেই জল পানে ক্ষণেকের তরে,
সম্ভাষি কৃষ্ণেরে তবে, ধীর ধর্ম্মরাজ
কহিতে লাগিলা অতি মৃদু মৃদু স্বরে;—
"লুকায়িত দুর্য্যোধন এই জল তলে?
আশ্চর্য্য এ কথা দেব, কভু কি সম্ভবে?
অতল এ হ্রদজল; তার তলে পশি,
বল কি উপায়ে তবে ধরিছে জীবন?

বিশ্বাস নাহিক প্রভু হয় মম মনে।
সত্যই যদ্যপি রহে এই জল তলে,
কেমনে তাহার সনে সম্ভবিছে রণ?
সম্ভাষিব কি উপাযে? উত্তর কে দিবে?
কি সাধ্য কাহার বল, নাশিতে তাহারে।
দুর্ব্বল ভাবিযা মনে, লুক্কায়িত হয়ে
থাকে যদি জল তলে, কেন সে আসিবে
বল করিবারে রণ? বৃথা এ প্রযাস;
ক্ষান্ত হ(ও)য়া আমাদের উচিত সর্ব্বথা।
নিরবিল ধর্ম্মরাজ এতেক কহিয়া।
উত্তরিল তবে সেই দেব যদুপতি;—
"মাযাবী সে জন রাজা জানিবে নিশ্চয়।
পশিযা হ্রদের জলে, মাযার প্রভাবে
ধরিছে জীবন তথা, কহিনু তোমারে।
ডাক উচ্চৈঃস্বরে তারে; মায়ার প্রভাবে,
শুনিবে সকল কথা যা তুমি কহিবে।
শুনহ সঙ্কেত মম, ওহে ধর্ম্মরাজ:
ঘোর অভিমানী সেই রাজা দুর্য্যোধন,
কর্কশ বচন কভু না পারে সহিতে;
কটূউক্তি রুষ্ট বাক্য শুনিলে তখনি

দারুণ ক্রোধেতে অন্ধ হইয়া উঠিবে।
শুনিলে কর্কশ বাক্য জ্ঞানহীন হয়ে
এখন(ই) প্রবর্ত্ত হ'বে সংগ্রাম করিতে।
রুষ্টভাষে ডাকি তা'রে করহ সংগ্রাম।"
শুনিযা এতেক কথা, রাজা যুধিষ্ঠির,
হ্রদজলে লক্ষ্য করি, কহিতে লাগিল;—
"কোথা বীর দুর্য্যোধন, কোথা তুমি এবে?
লুকায়িত কিবা হেতু হ্রদজল মাঝে?
ধরিত্রীর পতি তুমি, বিখ্যাত ভুবনে,
অযোগ্য এ স্থান, হায়, নিতান্ত তোমার।
সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তব এই ধরাধাম;
সেই রাজ্য ত্যজি পুনঃ, কোন রাজ্যলোভে,
সুগভীর জলতলে পশিয়াছ এবে?
জলেশের রাজ্যলোভ ঘটেছে কি তব
মনে? অথবা করিযা ক্ষয় এ বিপুল
কুল, কাপুরুষ তুমি, পালায়েছ তেঁই
শেষে নিজ প্রাণ লযে? ধিক্, শত ধিক্
সদা তোমা হেন জনে। তোমার কারণে,
এ বিপুল কুরুকুল মজিল সমূলে।
সমর দারুণ আর বিপদ যতেক,

তুমিই তাহার হেতু নাহিক সংশয়।
পিতামহ ভীষ্ম, আর কর্ণ দ্রোণ আদি,
যতেক আত্মীয় বর্গ ছিল অগণিত,
নিহত সকলে, হায়, তোমার কারণে।
"ক্ষত্রিয়ের কুলাঙ্গার, নরাধম সেই,
স্বার্থসিদ্ধিতরে যেই বাধায়ে সংগ্রাম,
করে পলায়ন শেষে নিজ প্রাণ লয়ে।
এত যদি মায়া তোর্ নিজ প্রাণ তরে,
কেনরে বাধাস্ রণ অন্যেরে নাশিতে ?
ধিকরে পাপিষ্ঠ তুই ঘোর দুরাচার ;
নাহিক্ তুলনা তোর এ তিন ভুবনে।
মায়াফাঁদ পাতি তুই প্রতারণা করি,
হরি রাজ্য আমাদের, অবশেষে, হায়,
পাঠাইলি ঘোর বনে আমাদের সবে।
প্রতিজ্ঞা পালন তরে তাহাও সহিনু।
বহুকাল ভ্রমি বনে, গভীর অরণ্যে,
নিদারুণ কতক্লেশ সহি বিধিমতে,
ফিরিয়া আইনু যবে আপন রাজ্যেতে,
ধিক্ নরাধম তুই প্রতিজ্ঞা করিলি,
সূচ্যগ্র মৃত্তিকা অপি নাহি দিতে মোরে ?

রাজ্যাকাঙ্ক্ষা তদা তোর্ এতই বাড়িল ?
কোথা সেই রাজ্য তব ?—যাহার লালসে
করেছ দুষ্কর্ম্ম ঘোর ; ডুবেছ নরকে ?
অধার্ম্মিক তব সম নাহি দেখি আর।
হায়, পড়িনু বিপদে, পঞ্চভ্রাতা মোরা
যবে তোর্ মায়াবশে, সে দারুণ ক্ষণে,
ধর্ম্মভয়, নিন্দাভয়, কিছু নাহি করি,
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদী সুন্দরী,
অপমান কৈ'লি তার সভার মাঝারে!
স্মরিলে সেক্ষণ কথা এখন(ও) কম্পিত
হয় এই দেহ মম। এখন(ও) সুতপ্ত
হয় এ দেহ শোণিত ; শিরায় শিরায়
প্রধাবিত হয় তাহা দ্রুততর বেগে।
উঠ দুষ্ট দুরাচার, উঠ ত্বরা করি।
ক্ষত্রিয়ের রক্ত যদি থাকে তব দেহে,
লুক্কায়িত ভাবে তুমি কভু নাহি রবে।"
নিরবিলা ধর্ম্মরাজ এতেক কহিয়া।
উদ্দেশিয়া দুর্য্যোধনে কহিতে লাগিল
তবে বীর ভীমসেন ;—ক্ষত্রিয়ের রক্ত
তুই ধরিয়া শরীরে, এখন(ও) জলেতে,

কাপুরুষ মত র'স্ লুকায়িত হয়ে?
বড় সাধ মম মনে, নাশিবারে তোরে
হস্তস্থিত মম এই গদার আঘাতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি বহু দিন আগে,
নোশিতে দুর্ম্মতি তারে গদার আঘাতে।
কালপূর্ণ এবে বুঝি সে প্রতিজ্ঞা মম।
আনন্দ হতেছে তেঁই আজি মম মনে।
যত অপমান আর যত অত্যাচার,
সহেছি আমরা সবে, রে পাপিষ্ঠ তোর,
প্রতিশোধ আজি তার লইব নিশ্চয়।
উঠ শীঘ্র নরাধম, কি ফল বিলম্বে;
ছাড় জীবনের আশা করহ সংগ্রাম।
প্রস্তুত সত্বর হও মরণের তরে।
না কর সাহস যদি করিতে সংগ্রাম,
শৃগাল কুক্কুর বলি গণিব তোমারে।
মনুষ্যের রক্ত যদি থাকে তব দেহে
করহ সত্বর তবে এখন(ই) সংগ্রাম।"
ভীম বাক্য শুনি তবে, রাজা দুর্য্যোধন
কাঁপিতে লাগিল ক্রোধে জলের ভিতরে।
অসহ্য হইল তার ভীমের দুর্ব্বাক্য;

মহাদম্ভে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল;—
"পামর দুর্ব্বৃত্ত তুই অতি দুরাচার,
পলায়িত শত্রুপরে রূক্ষ কথা ক'স?
বেড়েছে সাহস তোর বিষম এখন।
ভেবেছিস পলায়িত আমি তোর্ ভয়ে?
তৃণজ্ঞান করি তোরে জানিস নিশ্চয়।
সময় লভিতে মাত্র আছি লুক্কায়িত।
ভেবেছিনু ইহা মনে, কিছু দিন এই
ভাবে রহি লুক্কায়িত, সুযোগ পাইয়া
পুনঃ বাধাইয়া রণ, নাশিব তোদের
সবে, স্বহস্তে নাশিব। কিন্তু, না রহিতে
পারি আর শুনি তোর দম্ভ; না রহিতে
পারি শুনি অপমান। আর না বিলম্ব
সহে, শুন যুধিষ্ঠির, শুন মম বাক্য;
সংগ্রাম করিতে আমি প্রস্তুত এখন(ই)।
কিন্তু, একামাত্র আমি ভেবে দেখ মনে
দ্বিতীয় সহায় আর কেহ নাহি মম,
অস্ত্র শস্ত্র কিছু নাই, একমাত্র গদা
আছে মম হস্তে। যুদ্ধ ইচ্ছা কর যেই
তোমাদের মাঝে, লয়ে গদা মম সাথে,

প্রস্তুত তাহার সনে সংগ্রাম করিতে।
বড় সাধ করে ভীম নাশিতে আমারে;
বিখ্যাত সে ধরা মাঝে গদাযুদ্ধে সদা:
আসুক তাহার সনে করিব সংগ্রাম।
কিন্তু যুধিষ্ঠির তুমি প্রতিজ্ঞা করহ,
রাজ্যলাভ রাজ্যনাশ নির্ভর করিবে,
এই যুদ্ধ ফলাফলে আমাদের মাঝে;
আর না হইবে রণ কভু কোন কালে।
পরাজিত হয় যদি ভীমসেন রণে,
পশিবে অরণ্যে পুন তোমরা সকলে,
রাজ্যলোভ কোন কালে আর না করিবে।
বিজীত যদ্যপি হই কহিনু নিশ্চয়,
তখনি পশিব আমি গভীর অরণ্যে;
নাশিব জীবন কিম্বা যে কোন উপায়ে।
রাজ্যাকাঙ্ক্ষা পুন স্থান না পাবে হৃদয়ে।"
কহিয়া এতেক কথা গভীর গর্জ্জনে,
নিরখিল দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তর আশে।
কৃষ্ণের সম্মতি তবে লয়ে ধর্ম্মরাজ,
ভীমসেন প্রতি পুন চাহিয়া তখনি;
সম্মত তাহারে দেখি রণের প্রস্তাবে,

চাহি অন্য ভ্রাতাগণ সবাকার দিকে,
সম্মতি সবা'র বুঝি, কহিতে লাগিল ;—
"সম্মত আমরা সবে তোমার প্রস্তাবে।
সম্মত করিতে রণ ভ্রাতা ভীমসেন।
উভয়ে করিবে রণ গদামাত্র লয়ে;
কাহারে সাহায্য অন্য কেহ না করিবে।
রাজ্যলাভ, রাজ্যনাশ, নিশ্চয় কহিনু,
নির্ভর করিবে তাহা তোমাদের হস্তে :
জিনিবে সংগ্রামে যেই সেই পাবে রাজ্য
আর নাহি হ'বে রণ কভু কোন কালে।
কিন্তু এই স্থান নহে যুদ্ধ সমুচিত ,
প্রশস্ত সর্ব্বথা রণ, রণক্ষেত্র মাঝে।
কে জানে ভবিষ্য মনে কি আছে-সংবৃত,
এই যুদ্ধে কা'র ভাগ্যে কি দশা ঘটিবে ;
পুণ্যভূমী কুরুক্ষেত্রে, তথায় যাইয়া
মিটাও রণের সাধ তোমরা উভয়ে।
বিলম্বে কি ফল আর উঠ ত্বরা করি।
শুনিয়া এতেক কথা বীর দুর্য্যোধন,
লয়ে হস্তে সুবৃহৎ লৌহময় গদা,
জলস্তম্ভভেদ করি উঠিয়া তথনি,

কুরুক্ষেত্ররণভূমে চলিল সদর্পে।
চমকিল সবে দেখি সে ভীম আকৃতি।
ভীতচিত্তে ধর্ম্মরাজ কহিল কৃষ্ণেরে ;—
বিপদ দেখি যে দেব, কি হবে উপায় ?
নাশিতে সংগ্রামে ভীম নারিবে দুর্ব্বৃত্তে।
নাহি করি ভয় কিছু হারাইতে রাজ্য,
ভীমসেন তরে, কিন্তু, ভীত যে হ'তেছি
পাণ্ডব ভরসা তুমি, দেব, দয়াময়,
সর্ব্বজ্ঞ সতত তুমি এ বিশ্ব সংসারে ;
নাহি অবিদিত দেব, কিছুমাত্র তব।
ভূত যে ঘটনা আর, যেবা ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমানবৎ তাহা দেখিছ সর্ব্বদা।
কহ মোরে দয়া করি, কহ তুমি দেব,
কি ফল ফলিবে আজি এ ঘোর সংগ্রামে।
শক্তির আধার তুমি, তব শক্তিবলে
চলিছে সতত দেব, এ বিশ্ব সংসার।
প্রাণিগণ এ সংসারে যেবা কার্য্য করে,
শক্তির সঞ্চার তাহে তুমিই করহ।
কহ তবে যদুপতি, কহ তুমি মোরে,
উভয় যোদ্ধার মাঝে, অধিক সামর্থ্য

আজি কোন বীর ধরে? দারুণ আশঙ্কা
কেন জন্মিতেছে মম মনে? দয়াময়,
দয়া করি, কর মম সংশয় মোচন।"
নিবরিল ধর্ম্মরাজ এতেক কহিয়া।
আশ্বাসিয়া পুন তারে কহিল শ্রীপতি ;—
"কেন বৃথা শঙ্কা বল, কর তুমি মনে ?
ধর্ম্মের সতত জয়, শুন ধর্ম্মরাজ।
উপনীত এই মোরা কুরুক্ষেত্র ভূমে।
সংগ্রামে এখন(ই) ভীম হউক প্রবর্ত্ত ;
বিলম্ব উচিত নহে তিলমাত্র আর।"
কুরুক্ষেত্র রণভূমে আসি দুর্য্যোধন,
কহিলা সক্রোধে অতি ডাকি ভীমসেনে ;—
"ওরে দুষ্ট ভীমসেন আয় শীঘ্র করি,
রণসাধ যত তোর মিটাব এখনি।"
হুঙ্কারিয়া ভীমসেন চলিল সম্মুখে,
উভয়ে মাতিল রণে, ঘোর গদাযুদ্ধে।
কাঁপিল মেদিনী তদা তাদের দাপটে ;
ব্যাপিল আকাশ মার্গ যত দেবগণ,
দেখিতে লাগিল সবে যুদ্ধ উভয়ের।
দেখি শিক্ষা তাহাদের আশ্চর্য্য হইল।

সন্ সন্ রবে গদা ফিরাইছে উভে।
লক্ষ্য করি বক্ষঃদেশ, উভে উভয়ের,
শিরোদেশ লক্ষ্য করি কভু বা কৌশলে,
হানিছে ভীষণ গদা ; বিফলিছে উভে
পুনঃ উভয়ের লক্ষ্য, কিবা সুকৌশলে।
এই ভাবে উভে রণ করি কতক্ষণ,
দুর্য্যোধন বক্ষঃদেশে সজোরে আঘাৎ
হঠাৎ করিল তবে বীর ভীমসেন।
পড়িল ভূতলে তাহে দুর্য্যোধন বীর।
নিমেষের মধ্যে পুনঃ উঠি লম্ফ দিয়া,
পুন আরম্ভিল রণ মহা আস্ফালনে।
সুযোগ পাইয়া পুনঃ, কিছুক্ষণ পরে
প্রহারিল এক গদা ভীমের দেহেতে।
বজ্রবৎ সে আঘাৎ বিচেতন কৈল
তদা বীর ভীমসেনে। পড়িল ভূতলে
ভীম সে বজ্র আঘাতে। চমকিল তাহা
দেখি ধীর ধর্ম্মরাজ; সম্ভাষি মাধবে,
সজল নয়নে তবে কহিতে লাগিল ;—
কি ঘটিল বল মোরে দেব নারায়ণ,
অচেতনবৎ হয়ে পড়িল ভূতলে

ওই দেখ ভীমসেন; কি হ'বে উপায়?
নাহি অন্য কিছুমাত্র ভরসা আমার,
তুমিই ভরসা দেব, তুমিই রক্ষক।
নাহি চাহি রাজ্য আর নাহি চাহি ধন,
না বাঁচিব কিন্তু দেব, হলে ভীম হত।
কাটায়েছি বহুকাল ভ্রমি বনে বনে,
জীবনের অল্প অংশ আছে মাত্র বাকি;
সেই অংশ কেন মোরা নাহি কাটাইনু
অরণ্য মাঝারে, হায়, কোন তপোবনে?
কেন না কাটা'নু কাল ঈশ্বরের ধ্যানে?
রাজ্যলোভে আসি হেথা বাধিল সংগ্রাম।
আত্মীয় স্বজনগণ যেবা যথা ছিল,
সকলে হইল হত সে ঘোর সংগ্রামে।
হ'বে কি হারা'তে দেব, হায়, অবশেষে
প্রাণের সোদরে মম বীর ভীমসেনে?
নারিব সহিতে আমি, আর কোন শোক,
বাঁচাও ভীমেরে দেব, যাই ফিরি বনে।"

পাইয়া চেতন পুন উঠিল তখনি
বীর ভীমসেন; রোষে দন্ত কড়মড়ি,
মাতিল আবার সেই তুমুল সংগ্রামে।

সন্ সন্ রবে গদা ফিরিল আবার।
উভয়ে করিয়া লক্ষ্য উভয়ের বক্ষঃ
হানিতে লাগিল গদা ভীষণ প্রতাপে।
ভাবিল মনেতে তবে বীব ভীমসেন
'কেমনে পালিব মম প্রতিজ্ঞা দারুণ;
যে প্রতিজ্ঞা কৈনু আমি সে দারুণ ক্ষণে,
অপমান কৈল যবে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি,
দ্রৌপদী সতীবে লযে সভাব মাঝাবে।
পাবে কি সহিতে কভু, হাযরে মানব,
রক্তমাংস দেহ ধরি এত অপমান?
কি সাহস দুর্ম্মতিব। বাঞ্ছিল মনেতে
বসাইতে উরুপরে সতী দ্রৌপদীরে!
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তখন(ই) মনেতে
ভঙ্গ করি উরুদ্বয় নাশিতে ইহারে।
প্রতিজ্ঞা পূরণকাল উপস্থিত এবে,
কর্ত্তব্য কি কার্য্য তাহা ভাবিযা না পাই।
সুযোগ নাহিক হায়, লৈতে উপদেশ;
এখন ছাড়িলে আর না পা'ব সুযোগ।
অভিমত মাধবের ইহার বিনাশ;
কি ভয় অন্যেরে তবে, কোনবা কারণে?

নাশিলে অন্যায় রণে হাসিবেক লোক,
অপবাদ লোকলাজ নিতান্ত ঘটিবে:
সেইত ভাবনা হায়, কি করি উপায়?
ইহাও নিশ্চিত, তাহে নাহিক সংশয়
সত্যরক্ষা মানবের কর্ত্তব্য সর্ব্বথা।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই না পালিতে পারে
পামর সেজন,—হায়, কাপুরুষ অতি।
প্রতিজ্ঞা আপন এবে নিশ্চয় পালিব,
যা ঘটে ঘটুক তাহে নাহি করি ভয়।
'অথবা অন্তরযামী দেব যদুপতি;
যতেক ভাবনা মনে হ'তেছে উদয়
নাহি অবিদিত তাহা কিছুমাত্র তাঁর।
চাহি মুখ পানে তাঁর বুঝি মন ভাব;
মুখভাবে মনভাব অবশ্য বুঝিব।'
এতেক ভাবিয়া তবে বীর ভীমসেন
চাহিল কৃষ্ণের মুখে সতৃষ্ণনয়নে।
বুঝিল সম্মতি তাঁর সঙ্কেতে তাঁহার;
ঘুচিল ভাবনা তদা হৃষ্টচিত্ত হৈল।
চলিছে তুমুল রণ উভয় বীরেতে;
ঠন্ ঠন্ রবে হয় গদার আঘাৎ;

কাঁপিছে মেদিনী যেন উভয় দাপটে :
কেহ ঊন নহে উভে সমান বিক্রমে।
অবশেষে মহারাজ দুর্য্যোধন যবে,
এক লম্ফ দিয়া বীর উঠিল ঊর্দ্ধেতে,
গদাঘাত করিবারে ভীমের মস্তকে,
সুযোগ তখনি পেয়ে বীব ভীমসেন
হানিল আপন গদা তাব ঊরুদ্বয়ে।
সে গদা প্রহাবে হায়, মড মড় রবে
ভাঙ্গিল উভয় ঊরু তখনি তাহাব :
ঊরুভঙ্গে মহারাজ পড়িল ভূতলে।

---

# সপ্তম সর্গ।

ভূপতিত দুর্য্যোধনে দেখি যুধিষ্ঠির
দ্রুত আসি উতরিল তাহার সম্মুখে।
কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে কহিতে লাগিল,—
"সসাগরা পৃথিবীর পতি হয়ে, হায়,
এ দশা তোমার আজি? দেখিলে কাহার
বল, শোক নাহি হয়? ভয়ানক রিপু
লোভ, তা'র বশ হয়ে, হারাইলে জ্ঞান,
করিলে দুষ্কর্ম্ম যত আজীবন ভরি?
রাজ্যনাশ, কুলনাশ সকল(ই) ঘটালে?

"যে তব দর্শন আশে কত রাজগণ
নানাস্থান হ'তে আসি ব্যাকুলিত হ'ত,
সেই তুমি আজি হায়, লুটাও ভূতলে!
ফলিল পাপের ফল তব, কিন্তু হায়,
নিমিত্ত হইনু মোরা এই বড় দুঃখ।
চাহিনু আমরা যবে পঞ্চভ্রাতা মিলি,
পঞ্চগ্রাম মাত্র, হায়, তোমার সকাশে,

তাহাও দিলেনা ভ্রাতা, কঠিন হইলে?
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি নাহি দিতে কভু
সূচিঅগ্রভাগমাত্র পরিমাণ ভূমি?
বাধা'লে দারুণ রণ হায়, অকারণে?
আত্মীয় স্বজনগণ যেবা যথা ছিল,
অকারণে সবাকার বিনাশ সাধিলে?
হায় ভ্রাতা গুণবান হয়ে তুমি মোহে
অন্ধ হ'লে? না করিলে কভু হায়, ধর্ম্ম
ভয় মনে? না হইল রাজদেহে তব
একবার মাত্র হায়, দয়ার সঞ্চার?
মোহন শরীর তব বিদিত জগতে;
সে শরীর তব আজি পতিত ভূতলে!
কত যে ব্যথিত আজি এ দৃশ্য দেখিয়া
হ'তেছে অন্তর মম না পারি বর্ণিতে।
"কেননা পশিনু মোরা পুনবায় বনে?
কেনবা বাধানু হায়, এ ঘোর সংগ্রাম?
কি লাভ হইল তাহে কি লাভ হইবে?
কিবা ফল রাজ্যলাভে, কিবা রাজ্য আছে?
আত্মীয় অমাত্যবর্গ প্রজাবর্গ যত,
সকলে নিহত রণে নাহি কেহ মাত্র;

রাজত্ব করিব আর কাহারে লইয়া ?
ফলিল পাপের ফল সত্য তব এবে ;
কি দশা ঘটিবে কিন্তু, হায় মম ভাগ্যে ?
করিনু কতেক ঘোর পাপ আচরণ,
গুরুজন কৈনু নাশ রাজ্য উদ্ধারিতে !
না ভাবিনু মনে, কত কুলবালা হৃদে,
বিষমবেদনা দিনু চিবদিন তরে।
কি ব'লে বুঝাব আমি তাত ধৃতরাষ্ট্রে ?
জননী গান্ধারী,—তারে কি প্রবোধ দিব ?
নাহি চাহি রাজ্য আর না যাইব তথা,
যাইব আবার বনে ফিরি পুনবায়।
না দেখিতে পারি ভ্রাতা যন্ত্রণা তোমার ;
বিদরে পরাণ মোর না মানে প্রবোধ।"

রুদ্যমান যুধিষ্ঠিরে লয়ে যদুপতি,
আশ্বাসিল নানামতে, তুলিয়া স্মরণে
তাঁর পূর্ব্ব কথা যত। পূর্ব্বকৃত পাপ
যত দুষ্ট দুর্ম্মতির, তুলিল স্মরণ
পথে সকল(ই) শ্রীপতি। কপট ক্রীড়ার
কথা, সেই নির্ব্বাসন কথা, জতুগৃহ
দাহ কথা, ভীমে বিষ দান কথা ; আহা,

রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ,—তার অপমান,
অতি নিদারুণ কথা;—আর(ও) কত কথা,
ক্রমে ক্রমে যদুপতি তুলিল সকল(ই)।
কহিল বুঝায়ে তাঁরে;—"শুন মহারাজ,
বিনষ্ট কৌরবকুল কৃতপাপ ফলে।
কেন বৃথা ভাব তুমি আপনারে দোষী
কি কারণে যা'বে তুমি পুনর্বায় বনে?
কেনবা না রবে রাজ্য, রাজ্য উদ্ধারিয়া?
তুমি না রহিলে রাজ্যে ভ্রাতাগণ তব
চলিবে তোমার সনে নিশ্চয় কহিনু।
অনুচিত পুন ক্লেশ তাহাদের দে(ও)য়া।"
এই ভাবে বহুক্ষণ বহু আশ্বাসিয়া
আপন শিবিরে পুন লয়ে গেল তাঁরে।
দিবা অবসান প্রায় হইয়াছে এবে।
রবির কিরণজাল ক্ষীণতেজে অতি
পশ্চিম গগন হ'তে বিকীর্ণ হ'তেছে।
জগতের হিত যাহা তাহার সাধন,—
সেই ব্রত সদা তাঁর,—সাধি সেই ব্রত,
চলিতে উদ্যত এবে দেব দিনমণি
বিশ্রাম লভিতে মাত্র ক্ষণকাল তরে।

যাও চলি দিননাথ, নাহি দেখা দিও
প্রভাত গগনে আর। ঢাক চিরতরে
এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর; দেখাওনা আর
এ কলঙ্ক মানবের;—হেন নৃশংসতা,
হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার, পশুব্যবহার,
ভায়ে ভায়ে রক্তপাত জীবের বিনাশ:
সাজে কি মানবে ইহা? হায়রে মানব,
তোমরা না হও সেই আত্মার স্বরূপ?
এ পিশাচ ভাব তব বুঝিতে না পারি।
আসুরিক ব্যবহার কর পরিহার;
ত্যজ মলিনতা, হও সত্ত্ব গুণযুত।
নাহি যদি লভে নরে এই উপদেশ,
এ ভীষণ রণ হ'তে, তবে, হে তপন,
উদয় হওনা আর, কিম্বা উঠ যদি,
দগ্ধ ক'র এ দারুণ, পাপের সংসার;
সহিতে না পারে ধরা হেন পাপ ভার।
যুধিষ্ঠির আদি সবে হইলে বিদায়,
উপনীত হ'ল তথা আসিয়া তখনি
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পরাক্রান্ত বীর;
রক্তবর্ণ চক্ষু তা'র দারুণ ক্রোধেতে।

দুর্য্যোধন দশা দেখি সুদুঃখিত হয়ে,
কহিতে লাগিল তবে সম্ভাষি রাজায় ;—
"কত যে দারুণ ক্লেশ হায়, মহারাজ,
পেতেছি অন্তরে দেখি তব এই দশা,
নাহি পারি তাহা আমি বাক্যেতে বর্ণিতে।
অন্যায়সমরে আজি নাশিল তোমায়
পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি সেই নরাধম ভীম?
আর নরাধম সেই দুরাত্মা পামর,
ধর্ম্মপুত্র নাম লয় যেই আপনার,
দেখিল স্বচক্ষে তাহা, নাহি নিষেধিল?
ধার্ম্মিকতা যত তা'র সকল (ই) জেনেছি;
গুরু বধ কৈল পাপী প্রতারণা করি।
অনুমতি দাও তুমি মোরে মহারাজ,
এখন (ই) বধিব আমি সেই নরাধমে।
নাহি কি দেখিছ তুমি হায়, মহারাজ,
অন্যায় সমরে তা'রা জিনিতেছে রণ?
নাশিল অন্যায় রণে কর্ণ মহাবীরে;
ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, আর(ও) কত বীর,—
নাশিল তাদের সবে, অন্যায় সমরে!
প্রতারণা করি হায় অতি ঘোরতর,

নাশিল কৌশলে তা'রা পিতা দ্রোণাচার্য্যে!
গুরুহত্যা ভয় কভু না করিল মনে!
ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিবা কিছু নাহি মানি;
প্রতিজ্ঞা করিনু আজি তাহাদের সবে
যে কোন উপায়ে হয় মারিব নিশ্চয়।
পঞ্চ পাণ্ডবের শির নিশ্চয় আনিব
তোমার সকাশে শীঘ্র শুনহে রাজন্।"
নিরবিলা ক্ষোভে বীর এতেক কহিয়া;
কম্পিত দারুণ ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
ধীরে ধীরে উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন;
ভগ্ন উরুদ্বয় হ'তে বহিছে শোণিত,
নিদারুণ যন্ত্রনায় নিতান্ত কাতর।
"যা কহিলে গুরুপুত্র সকল(ই) প্রকৃত।
অন্যায় সমরে তারা জিনিতেছে রণ।
স্থির হ'ল যবে ইহা, হইবে নির্ণয়,
রাজ্যলাভ, রাজ্যনাশ আজিকার রণে,
ভেবেছিনু মনে আমি ভীম বধ করি,
নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিব এবার।
ভাবিনাই কভু মনে হায় রে তখন,
ধার্ম্মিক যাহারা সদা কহে আপনারে,

তাহারা করিবে হায়, এইরূপ ছল।
ভরসা কেবল এবে তুমিই আমার।
যাও চলি শীঘ্র গতি, অবিলম্বে তবে,
যে উপায়ে পার তুমি, ওহে মহাবীর,
পাণ্ডু পুত্রগণে সবে করহ বিনাশ।”

সেই আজ্ঞা পেয়ে তবে চলিল সত্বর,
মহাবলবন্ত সেই অশ্বত্থামা বীর;
সঙ্গে লয়ে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা রথী
তিন জন মাত্র শেষ এ মহা সমরে।
নিশার তিমির রাশি ভেদ করি সবে,
ধাইল সে দিকে যথা পাণ্ডব শিবির।
কহিতে লাগিল দ্রৌণি আচার্য্যে সম্ভাষি ;—

“এই ভয়ঙ্করী নিশা আমার সহায় :
পাণ্ডব শিবিরে আজি সকলে নিশ্চয়
সুষুপ্ত হয়েছে এবে এঘোর নিশীথে।
নাশিয়াছে দুর্য্যোধনে, জিনিয়াছে রণে,
আর কিবা ভয় বল, তাহাদের আছে ?
নাহি জানে তা’রা কিন্তু, মহাকাল রূপে
চলিতেছি আমি আজি নাশিতে সবারে।
কি বলিলে কৃপাচার্য্য ? ঘটিবেক পাপ,

নিদ্রিত যে জন তা'রে করিলে নিধন ?
জাননা কি তুমি, হায়, এই পাপ পথে,
তা'রাই প্রথমে চলি, দেখায়েছে পথ ?
পাপ পুণ্য নাহি জানি, এই মাত্র জানি,
মনের হরষে আজি অগ্রেতে নাশিব,
পিতৃহন্তা সেই দুষ্ট দ্রুপদ-নন্দনে।
দুষ্ট পাণ্ডুপুত্রগণে সবারে নাশিব;
দে'খাব তা'দের মুণ্ড আনি দুর্য্যোধনে।”
এই মতে দ্রোণপুত্র কহিতে কহিতে,
পাণ্ডবশিবিরদ্বারে আসি উতরিল।
অগ্রসর হয়ে দ্রৌণি হেরিল সম্মুখে,
রক্ষক জনেক তথা সেই দ্বারদেশে।
শুভ্রবর্ণ স্থূলকায়, উন্নত শরীর,
বিভূতি সর্ব্বাঙ্গেলিপ্ত, শিরে জটাভার;
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, করেতে পিণাক,
ত্রিনেত্র শোভিত বক্ত্র, সুন্দর পুরুষ,
ফিরিছে আপন মনে সে ঘোর নিশীথে।
ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে তা'র জ্যোতি-রাশি উঠি,
দপ্‌দপ্‌ জ্বলিতেছে, মাণিক্য যেমতি,
আলোকিত করি তাহে আঁধার প্রদেশ।

মস্তক উপরে তা'র বাল-শশিকলা
বিরাজিছে, মরি, আহা, কিবা শোভা তাহে।
কপালের মধ্যভাগে তৃতীয় নয়ন
দীপিছে উজ্জ্বলভাবে আলোক বিকাশি,—
প্রভাত তারকা যথা পূরব গগনে।
চমকিল দেখি দ্রৌণি সে ভীম আকৃতি :
তথাপি সাহস করি কহিল তাহারে;—
"যেই তুমি হও দেব, ছাড় শীঘ্র দ্বার,
প্রবেশ করিব আমি শিবির ভিতরে।"
উত্তরিলা ভীমরবে সেই দ্বারপাল ;—
"কি কারণে প্রবেশিবে শিবির ভিতরে ?
এ ঘোর নিশীথে তব কিবা প্রয়োজন ?
রক্ষার্থে প্রহরী আমি আছি এই স্থানে,
কেহ না পারিবে আজি প্রবেশ করিতে।
কে তুমি ?—চলিয়া যাও, নাহি রহ হেথা :
প্রবেশিতে পুনঃচাহ ঘটিবে বিপদ।"
নিরবিলা সেই দেব কহিয়া এতেক।
দারুণ ক্রোধেতে অন্ধ হয়ে দ্রোণপুত্র,
তূণীর হইতে তদা লইয়া সায়ক,
সংযোজি ধনুকে তাহা হানিল সত্বর।

অচল অটল যেই উচ্চ গিরিবর,
অস্ত্রদ্বারা আঘাতিলে তা'র বক্ষদেশ,
বিফল যেমতি হয় সে অস্ত্র আঘাৎ,
তেমতি দ্রৌণির শর লাগিয়া সে দেহে,
নিষ্ফল হইয়া তাহা পড়িল ভূতলে।
হানিল আবার বাণ দ্রৌণি মহাবীর,
পূর্ব্ববৎ হৈল তাহা বিফল আবার।
মহাতেজে অগ্নিবাণ হানিলেন দ্রৌণি;
বদন বিস্তার করি গ্রাসিল প্রহরী।
অগ্নিবাণ যবে তার বিফল হইল,
বড়ই বিস্ময় হয়ে দ্রোণের কুমার
ভাবিল মনেতে অতি স্থিরচিত্তে তদা,
সামান্য নহেক কভু এই দ্বারপাল।
ক্রোধে অন্ধ ছিল দ্রৌণি এ যাবৎকাল;
জ্ঞাননেত্র বিস্ফারিয়া হেরিল সম্মুখে
সে অপূর্ব্বরূপরাশি,—চিনিল তাঁহারে।
লুঠায়ে চরণতলে পড়িল তখনি;
করযোড় করি ধীরে কহিতে লাগিল;—
"এ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, দেব:
অজ্ঞান পামর আমি সে কারণে হায়,

করিনু এতেক রণ তোমার সহিত।
কে বুঝে মহিমা তব দেব দিগম্বর.
সত্বগুণে এই বিশ্ব করহ স্বজন;
রজোগুণে তুমি দেব, কবহ পালন;
তমোগুণে পুনঃ তুমি করহ সংহার।
ব্রহ্মাণ্ডেব আদি তুমি, নাহি আদি তব।
প্রভব কারণ তুমি সকল জীবের,
না পাই ভাবিয়া তব প্রভব কাবণ।
সরিৎ পৃথিবীতেজ, আকাশ মরুৎ,
এই পঞ্চভূত দেব, তোমাব বিকার।
গগনে যে ভানু উঠি বরষে কিরণ,
আলোকে করিয়া ব্যাপ্ত এই বিশ্বধাম;
শীতল কিরণ রাশি, উদিযা গগনে,
যে চন্দ্রমা ঢালি সদা জুড়ায় জীবন;
আকাশ পূরিয়া রহে যেই গ্রহগণ,
কত শোভা করে যা'রা সতত বিকাশ;—
সেই সূর্য্য, সে চন্দ্রমা, সেই গ্রহগণ
সকল(ই) স্বজিত দেব, তোমার কৃপায়।
নমি আমি তব পদে, নমি শত বার;
এই ভিক্ষা চাহি আমি দেব দয়াময়,

শিবির ভিতর মোরে দাও প্রবেশিতে।
ছাড় দ্বার কৃপা করি বিলম্ব না সহে।”
নিরখিলা দ্রোণপুত্র এতেক কহিয়া;
কহিতে লাগিল তবে সেই দেবদেব;—
“সন্তুষ্ট করিলি মোরে দ্রোণের তনয়;
সন্তুষ্ট করিলি তুই স্তবেতে আমারে।
নিয়তির ফল যাহা অবশ্য ফলিবে;
বিশৃঙ্খল হ’বে ঘোর নিয়তি রোধিলে।
রে পাঞ্চালি, নাহি সাধ্য কিছুমাত্র মম;
ফলিবে নিয়তি আজি তোমার অদৃষ্ট।
ছাড়িলাম দ্বার দ্রৌণি প্রবেশ শিবিরে।”
সাহস পাইয়া তবে দ্রৌণি পুনরায়,
করযোড়ে ভক্তিভাবে কহিল তাঁহারে;—
“এই ভিক্ষা পুনরপি মাগি তব কাছে,
হস্তস্থিত ওই তব শাণিত কৃপাণ,
দাও মোরে দয়া করি, দেব দয়াময়।”
‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহা করিয়া অর্পণ,
অন্তর্দ্ধান হৈল তদা দেব শূলপাণি।
সেই খড়্গ করে লয়ে, আনন্দিত মনে,
শিবির ভিতরে দ্রৌণি করিল প্রবেশ;

কৃপ, কৃতবর্ম্মা, উভে রহিল দুয়ারে।
শিবিরে পশিয়া দ্রৌণি হেরিল প্রথমে
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নে,—দ্রুপদ নন্দনে।
আক্রমিল মহোল্লাসে তাহার উপর।
নাশিল তাহারে, হায়, করে নাশ যথা
ক্রূরমতি কিরাতেয় সুষুপ্ত শার্দ্দূলে।
মহাকোলাহল তদা উঠিল শিবিরে।
আরম্ভিল ঘোর রণ দ্রোণের তনয়।
রক্ষক প্রহরী যত ভীতচিত্তে তা'রা
শিবির ভিতর হ'তে বাহিরিল বেগে:
দ্বারেতে উভয়বীর, কৃপ, কৃতবর্ম্মা,
নাশিল তা'দের সবে অসির আঘাতে।
কতক্ষণ এইমতে করি ঘোর রণ,
অবশেষে সেই গৃহে প্রবেশিল দ্রৌণি,
দ্রৌপদীর প্রিয়তম, পঞ্চপুত্রগণ
নিদ্রাগত ছিল তা'রা যেই গৃহ মাঝে।
নিদ্রাগত এক স্থানে দেখি পঞ্চজন,
অনুমান কৈল দ্রৌণি আপন মনেতে,
'এই পঞ্চজন হ'বে পাণ্ডব নিশ্চয়:
কাটিয়া সবার মুণ্ড এই খড়্গ দ্বারা,

লইয়া যাইব আমি রাজার নিকট।'
  এতেক ভাবিয়া দ্রৌণি অতি দুরাচার,
করিল দুষ্কর্ম্ম ঘোর,—নিদ্রিতে নাশিল।
একে একে পঞ্চমুণ্ড লইয়া হস্তেতে
সহর্ষ অন্তর যবে যাইতে উদ্যত,
শিখণ্ডী আসিয়া তদা আক্রমিল পথ।
উভয়ে তুমুল রণ বাধিল আবার।
শিখণ্ডী করিয়া পণ জীবন অবধি,
যুঝিতে লাগিল বীর, দ্রৌণীর সহিত।
অবশেষে অস্ত্রাঘাতে হয়ে জর্জ্জরিত,
শিখণ্ডী পড়িয়া ভূমে হারাইলা প্রাণ।
  এই মতে শিবিরেতে যত যোধা ছিল,
নাশিয়া সবারে হায়, দ্রোণের কুমার,
সহর্ষে শিবির হ'তে বাহিরিল বেগে
পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড লইয়া হস্তেতে :
প্রহরী আছিল যারা—কৃপ, কৃতবর্ম্মা—
মিলিল তা'দের সনে আসি দ্বারদেশে।
সম্ভাষি তা'দের দ্রৌণি কহিতে লাগিল ;—
  "ধন্য এ জনম মম, ধন্য এ শরীর,
ধন্য এই হস্ত মম, ধন্য এই অসি,

যেই হস্ত দ্বারা আমি, যে অসিআঘাতে,
পিতৃ হন্তা জনে আজি করেছি বিনাশ।
রাজা যেই, প্রভু যেই, পালক যে জন,
তা'র হিতকর কার্য্য করিয়াছি আজি।
দারুণ প্রতিজ্ঞা মম হয়েছে পূরণ।
কৌরবে পাণ্ডবে যেই তুমুল সংগ্রাম,
নিবর্ত্তিত করিয়াছি চিরকাল তরে।
আর নাহি হ'বে রণ কভু কোন কালে।
পাণ্ডুর তনয় যত দুষ্ট দুরাচাব,
মিটিযাছে তাহাদের রণ সাধ এবে ;
রাজ্যাকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে চিরকাল তরে।
তাহাদেব পঞ্চমুণ্ড এই হস্তে মম,
উপহার সমুচিত হইবে রাজার।
কুচক্রী কোথায় সেই কৃষ্ণ যদুপতি ?
বিপদ সমযে নাহি হ'লত সহায় !
পাণ্ডব সহায় সদা পাণ্ডব ভরসা,
বিপদ সময়ে কিন্তু না দেখিনু তারে।"
কহিতে কহিতে কথা উতরিল তারা
রণ ক্ষেত্রে সেই স্থানে, যথা দুর্য্যোধন,
ভূপতিত ছিল হায়, উরু ভঙ্গ হয়ে।

কহিতে লাগিল দ্রৌণি অতি ব্যগ্র ভাবে ;—
"প্রতিজ্ঞা করিনু যাহা তোমার অগ্রেতে,
পালন সম্পূর্ণরূপ করিয়াছি তাহা ;
নিষ্কণ্টক করিয়াছি তোমায় রাজন্।
পাণ্ডব বলিতে এবে কেহ নাহি আর।
শিবিরে যতেক লোক ছিল নিদ্রাগত,
বিনাশ সবা'র আজি সাধিয়াছি আমি।
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখাতে তোমায়,
আনিয়াছি আমি এই, লও মহারাজ।"
যাতনায় সকাতর ছিল দুর্য্যোধন,
তথাপি সংবাদ শুনি হৃষ্টচিত্ত হয়ে,
বাহু'যুগে ভর দিয়া উঠিয়া সত্বর
কহিতে লাগিল রাজা অতিব্যগ্র ভাবে ;—
"কৈ মুণ্ড পাণ্ডবের দাও শীঘ্র মোরে।
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখিয়া নয়নে,
ভুলিব সকল দুঃখ, ভুলিব যাতনা।
অগ্রেতে ভীমের মুণ্ড দেখাও আমারে।"
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি ;
সেই মুণ্ড লয়ে রাজা আপন হস্তেতে,
দুই হস্ত মধ্যে তাহা রাখিয়া তখনি,

এক চাপে চূর্ণ কৈল মড় মড় রবে।
বিস্ময় তাহাতে অতি জন্মিল রাজার;
আপন মনেতে রাজা কহিতে লাগিল;-
"ভাঙ্গিতে অক্ষম আমি হয়েছি যে মুণ্ড
ভীষণ বিক্রমে হায়, কত শত বার,
বজ্রসম মম এই গদা প্রহরণে,
সেই মুণ্ড এই ভাবে চূর্ণ কভু হয়?
সংশয় বড়ই মম জন্মিতেছে মনে।"
অর্জ্জুন আকৃতি মুণ্ড লযে তবে রাজা
তাহাও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিল তখনি।
এই মতে পঞ্চ মুণ্ড অবলীলা ক্রমে
চূর্ণ করি ক্রমে ক্রমে রাজা দুর্য্যোধন,
কহিতে লাগিল তবে, সম্ভাষি দ্রৌণিরে;—
"এই পঞ্চ মুণ্ড কভু নহে পাণ্ডবের।
আকৃতি সাদৃশ্যে হায়, বুঝেছি নিশ্চয়,
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র নাশিয়াছ তুমি।
দারুণ অহিত কার্য্য করিয়াছ দ্রৌণি।
এই পঞ্চ বালকেরে কি জন্য নাশিলে?
কি লাভ হইল তাহে, কি ফল ফলিল?
কুরুবংশ এককালে ঘটাইলে লোপ?

সুবিস্তীর্ণ এই কুলে না রহিল আর,
কাহার(ও) সন্তান, হায়, দিতে জল পিণ্ড!
"পাণ্ডবে বধিতে আমি করিনু দুরাশা!
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যার কে বধিবে তারে?
অজ্ঞান পামর আমি, সে কারণে হায়,
ঘোরতর কত পাপ করি আচরণ,
আজীবন ভরি হায়, আচরি অধর্ম্ম,
মোহের ছলনে ভুলি কাটাইয়া কাল,
অবশেষে এই দশা ঘটিল আমার!
চরাচর বিশ্ব যিনি করিয়া সৃজন,
স্বইচ্ছায় সদা দেব করেন পালন;
সর্ব্বভূতে সম দয়া সতত যাঁহার,
তাঁহারে আপন শত্রু ভাবিয়া মনেতে,
শত্রুবৎ আচরণ কৈনু তাঁর সাথে!
সে কারণে অবশেষে পড়িনু বিপদে।
নিস্তার কেমনে পা'ব আমি নরাধম?
"ভূত নাহি ভাবি এবে, নাহি বর্ত্তমান,
ভবিষ্য ভাবনা মোরে অধীর করিছে;
ভীষণ ভবিষ্য দেখি হতেছি আকুল।
যতেক অহিত কার্য্য করেছি জনমে,

প্রত্যেক কার্য্যের তরে হ'বে শাস্তি মম ;
দারুণ যন্ত্রণা মোরে হইবে সহিতে।
ভীষণ কতই দৃশ্য দেখি যে সম্মুখে ;
দেখিতে না পারি আর, না পারি সহিতে।
ভগ্ন উরুদ্বয় হ'তে বিষম যন্ত্রণা,
অধীর করিছে মোরে কি করি উপায় ?
চতুর্দ্দিক হ'তে যেন নরকের জ্বালা,
এখনি আমার হায়, হইতেছে ভোগ।
না সহিতে পারি আর না রহে চেতন :
কালের করাল মূর্ত্তি নেহারি সম্মুখে।
অবসন্ন দেহ মন হতেছে আমার,
না পাই দেখিতে চক্ষে, না পাই শুনিতে
অন্ধকার চতুর্দ্দিক হইয়া আসিছে ;
অন্ধকার,—অন্ধকার,—অন্ধকারময়—”
কহিতে কহিতে রাজা হয়ে অচেতন,
লুঠায়ে ধরণীতলে ত্যজিল জীবন।

---

সম্পূর্ণ।